মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99

নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ২৬৪ সংখ্যা	পুরুল্যা	২৭ ডিসেম্বর, ২০২৪, শুক্রবার	১১ পৌষ, ১৪৩১	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 264 Issue	Purulia	27 December, 2024, Friday	11 Poush, 1431	Price- Rs.3.00	

এবার কংগ্রেস-আম আদমি দ্বন্দ্বে ভাঙনের মুখে 'ইন্ডিয়া' জোট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ ডিসেম্বরঃ প্রায় ভাঙার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে বিরোধীদের 'ইন্ডিয়া' জোট। কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি ও আম আদমি পার্টি (আপ) আগেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। নেতৃত্ব বদলের দাবি জানিয়েছে। এবার আম আদমি পার্টি জানাল, কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব দিল্লির নেতাদের সংযত না করলে তারা 'ইন্ডিয়া' নেতৃত্বকে বলবে কংগ্রেসকে জোট থেকে ছেঁটে ফেলতে। স্পষ্টতই, কংগ্রেসকে নিয়ে ক্ষোভের মুখে 'ইন্ডিয়া' জোটের ফাটল গভীরতর হয়েছে। লোকসভা ভোটে দিল্লির সাতটি ও চণ্ডীগড়ের একমাত্র আসনে কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টি একজোট হয়ে লড়াই করেছিল। কিন্তু পাঞ্জাবে দুই দলের সমঝোতা হয়নি। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি বিধানসভার ভোটে দুই দল আলাদাভাবে লড়বে ঠিক করেছে। এ অবস্থায় গতকাল বুধবার দিল্লি কংগ্রেসের নেতা ও সর্বভারতীয় কোষাধ্যক্ষ অজয় মাকেন এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দেবেন্দ্র যাদব সংবাদ সম্মেলন করে দিল্লি সরকারের 'দুর্নীতি ও অপশাসন' নিয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেন। ওই সময় তাঁরা আপ নেতা ও দিল্লির সাবেক মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে 'ফর্জিওয়াল' (জালিয়াত) বলে অভিহিত করেন। মাকেন ও যাদব বলেন, কেজরিওয়াল কখনো নীতিসর্বস্ব রাজনীতি করেননি। তিনি সব সময় রাজনৈতিক স্বার্থে কাজ করেছেন। ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ, সিএএ বা নাগরিকত্ব আইনের সংশোধন এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধিকে সমর্থন করেছেন। কংগ্রেস নেতারা বলেন, লোকপাল আন্দোলনে আন্না হাজারেকে সঙ্গ দিয়ে কেজরিওয়াল রাজনৈতিক নেতা হিসেবে মাথা তুলেছেন। অথচ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আজও তিনি দিল্লিতে জন লোকপাল গঠন করেননি। দিল্লিতে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে তিনি উপরাজ্যপালকে খাড়া করেছেন অথচ পাঞ্জাবেও তিনি জন লোকপাল গঠন করেননি। প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের প্রকাশ্য অভিযোগ ও কেজরিওয়ালকে 'ফর্জিওয়াল' বলার পরের দিনই আজ বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলন করে কংগ্রেসকে একহাত নেন মুখ্যমন্ত্রী আতিশি ও সংসদ সদস্য সঞ্জয় সিং। তাঁরা বলেন, দিল্লিতে বিজেপিকে জেতাতে কংগ্রেস মরিয়া। অজয় মাকেন বুধবার যা বলেছেন, তা বিজেপিরই তৈরি করে দেওয়া স্ক্রিপ্ট। বিজেপির হয়ে তাঁরা আপ নেতাদের আক্রমণ করছেন। গতকাল কংগ্রেস নেতারা সব সীমা অতিক্রম করে কেজরিওয়ালকে জালিয়াত ও দেশবিরোধী বলেছেন।

আরজি কর-কাণ্ড এক জনের পক্ষেও সম্ভব!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ ডিসেম্বরঃ এক জনের পক্ষেও ঘটানো সম্ভব আরজি কর-কাণ্ড। সিবিআইকে দেওয়া রিপোর্টে তেমনটাই জানিয়েছে দিল্লির বিশেষজ্ঞ দল। নির্যাতিতার শরীরে যে ধরনের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞেরা জানিয়েছেন, আরজি করে ধর্ষণ-খুনের ঘটনা এক জনও ঘটিয়ে থাকতে পারেন। সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের সঙ্গে ঘটনার তথ্যপ্রমাণ মিলিয়ে দেখে এ সম্পর্কে আরও 'নিশ্চিত' হওয়া যাবে বলেই অভিমত প্রকাশ করেছে দিল্লি এমসের ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ আদর্শ কুমারের নেতৃত্বাধীন ১১ সদস্যের বিশেষজ্ঞ দল 'মাল্টি ইনস্টিটিউশনাল মেডিক্যাল বোর্ড' (এমআইএমবি)। দিল্লির ওই চিকিৎসক দল আরজি করে নির্যাতিতার ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, ময়নাতদন্তের ভিডিয়োগ্রাফি, সুরতহালের রিপোর্ট এবং এই সংক্রান্ত অন্য প্রয়োজনীয় রিপোর্টগুলি খতিয়ে দেখেছে। আরজি কর-কাণ্ডের তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এমআইএমবি-কে নির্যাতিতা এবং আরজি করের ঘটনা সম্পর্কে মোট ৯টি প্রশ্ন করেছিল। অন্তর্বর্তিকালীন রিপোর্টে ওই প্রশ্নগুলি ধরে ধরে তার উত্তর দিয়েছেন বিশেষজ্ঞেরা। রিপোর্টে বিশেষজ্ঞেরা জানিয়েছেন, নির্যাতিতা তরুণীর শরীরের বিভিন্ন অংশে কামড়ের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। সেই সব জায়গা থেকে যে লালার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে, তা মিলে গিয়েছে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের লালার সঙ্গে। এ ছাড়া, নির্যাতিতার যোনিতে বীর্য মেলেনি। কিন্তু সেখানে বলপ্রয়োগে প্রবেশের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

তেলুগু সিনে জগৎকে হুঁশিয়ারি রেবন্তের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ ডিসেম্বরঃ আইনশৃঙ্খলার সঙ্গে কোনও রকম আপস নয়। তেলুগু সিনেমা জগতের অভিনেতা, পরিচালক এবং প্রযোজকদের সঙ্গে বৈঠকে এমনই বার্তা দিলেন তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। একই সঙ্গে তিনি অভিনেতাদের মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন, ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা শুধু পুলিশের একার কাজ নয়, ভক্তদের সামলানোর দায়িত্ব বর্তায় তাঁদের উপরও। অল্লু অর্জুনের 'পুষ্পা ২' ছবির প্রিমিয়ারে পদপিষ্ট হয়ে এক মহিলার মৃত্যু এবং তাঁর সন্তানের গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনা নিয়ে তোলপাড় তেলঙ্গানা সিনে দুনিয়া এবং রাজ্যের রাজনীতিও। সেই ঘটনায় অল্লুকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তার কিছু ক্ষণের মধ্যে জামিনও হয়ে গিয়েছিল তাঁর। কিন্তু তার পরেও জেরার জন্য পুলিশ তাঁকে তলব করে মঙ্গলবার। টানা তিন ঘণ্টা জেরা চলে। এ ছাড়াও অল্লুর বিরুদ্ধে এক কংগ্রেস নেতা আলাদা ভাবে অভিযোগ দায়ের করেন। মঙ্গলবারই গ্রেফতার করা হয় অল্লুর নিরাপত্তারক্ষীকে। ফলে অল্লুর ঘটনা নিয়ে যে টানাপড়েন চলছে তেলঙ্গানায়, সেই টানাপোড়েনে ছেদ টানতে তেলুগু সিনে জগতের 'মাথা'রা মুখ্যমন্ত্রী রেবন্তের সঙ্গে বৃহস্পতিবার সাক্ষাৎ করেন। সেই বৈঠকে হাজির ছিলেন অল্লুর বাবা অল্লু অরবিন্দ, তেলঙ্গানা ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারপার্সন এবং জনপ্রিয় প্রযোজক দিল রাজু। এ ছাড়াও ছিলেন বেঙ্কটেশ ডাগ্গুবতী, নিতিন, বরুণ তেজ, শিব বালাজির মতো অভিনেতারা। হাজির ছিলেন পরিচালক ত্রিবিক্রম শ্রীনিবাস, হরিশ শঙ্কর।

মমতার 'সং'বিধান! এবার তাঁর লেখা গানের 'কনসার্ট'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ ডিসেম্বরঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এবং সুর করা গান নিয়ে একটি পুরোদস্তুর 'কনসার্ট' হতে চলেছে কলকাতায়। আগামী ১২ জানুয়ারি, রবিবার কসবার রাজডাঙা খেলার মাঠে সূচনা হবে পিঠেপুলি উৎসবের। শুরুর দিনেই মমতার লেখা এবং সুর করা ৩২টি গান নিয়ে ওই কনসার্ট অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজক ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। মুখ্যমন্ত্রীর লেখা এবং সুর করা গানের সংখ্যা নেহাত কম নয়। তার থেকে ৩২টি বাছাই গান গাওয়া হবে কনসার্টে। ইন্দ্রনীল সেন, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোময় ভট্টাচার্যের মতো শিল্পীরা গাইবেন। ঘটনাচক্রে, ইন্দ্রনীলও রাজ্যের মন্ত্রী। তিনি থাকেনও ওই রাজডাঙা এলাকাতেই। সুশান্তের কথায়, "মুখ্যমন্ত্রীর অনেক গান গোল্ডেন ডিস্ক পেয়েছে। সেগুলি নিয়েই কনসার্ট করার পরিকল্পনা করেছি।" উল্লেখ্য, গত কয়েক বছর ধরে রাজডাঙা উৎসবকে অন্য পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন সুশান্ত। পাঁচ দিন ধরে চলে সেই উৎসব। প্রচুর লোকজনও আসেন। এ বার তাতে 'নতুন মাত্রা' যোগ করতে চলেছে মমতার লেখা এবং সুর করা গানের কনসার্ট। বস্তুত, গত কয়েক বছর ধরেই পুজোয় মমতার লেখা এবং সুর করা গান ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এ বার দেখা গিয়েছে শুধু দুর্গাপুজো নয়, কালীপুজো, ভাইফোঁটা এবং বড়দিনের মতো উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য মমতা আলাদা আলাদা করে গান লিখে সুর করেছেন। যার সাম্প্রতিকতমটি হল বড়দিন উপলক্ষে লেখা এবং সুর করা গান। গত ১৯ ডিসেম্বর পার্ক স্ট্রিটের লাগোয়া অ্যালেন পার্কে ক্রিসমাস উৎসবের সূচনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। সেই মঞ্চ থেকে তিনি বলেছিলেন, "সব অনুষ্ঠানেই আমি গান লিখি। তাই ভাবলাম বড়দিন কেন বাকি থাকবে! দু'দিন আগে হাঁটতে হাঁটতে গানটা আমি লিখেছি।" তবে গান লিখে এবং সুর করলেই তো আর হবে না। তাকে 'পূর্ণাঙ্গ' রূপ দিতে হবে। সেই রূপ পূর্ণ হবে যদি সেটি গাওয়া হয় এবং শ্রোতারা তা শোনেন। বড়দিনের গানটির সেই দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী সঁপে দিয়েছিলেন ইন্দ্রনীলেরই চওড়া কাঁধে। তার পরে ইন্দ্রনীল শ্রীরাধাকে দিয়ে সেই গান রেকর্ড করান। অ্যালেন পার্কের মঞ্চে সেই গান বাজানোও হয় সে দিন।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

'আমার মনে থাকা কথা'—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'সময়ের অবলোকন' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জনপথে অন্নদাতা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'দিশাহীন পথে' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'পরিবীক্ষণ' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'অন্বীক্ষা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

'শিকড়হীন বৃক্ষ'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'ঝুমুরের ঝংকার'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জল ও জীবন'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

দুই কারণে রুপি আবারও ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ ডিসেম্বরঃ ভারতীয় রুপির দাম আজ বৃহস্পতিবার ইতিহাসের সবচেয়ে নিচে নেমে গেছে। এ নিয়ে একটানা সাত লেনদেন অধিবেশনে রুপির দাম কমেছে। চলতি প্রান্তিকে ডলারের বিপরীতে রুপি অনেকবার দাম হারিয়েছে। বাণিজ্য-ঘাটতির পাশাপাশি পুঁজি দেশের বাইরে প্রত্যাহার হওয়ার কারণে রুপির এই দরপতন চলছে। এদিন প্রতি ডলারের দাম দাঁড়ায় ৮৫ দশমিক ২৪২৫ রুপি। রুপির ইতিহাসে এটিই সর্বনিম্ন দাম। অক্টোবরের শুরু থেকে রুপি ১ দশমিক ৭৪ শতাংশ দাম হারিয়েছে। ২০২২ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের পর আর্থিক বাজারে রুপি এই প্রথম এক প্রান্তিকে সবচেয়ে খারাপ পারফরম্যান্স করতে যাচ্ছে বলে রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন ভারসাম্য স্থির হচ্ছে না। একই সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের দাম বেড়েছে ও বন্ডের বিপরীতে অতিরিক্ত মুনাফা পাওয়া যাচ্ছে। এসব কারণে ডলারের বিপরীতে ভারতীয় রুপি তার মূল্যমান হারাচ্ছে। আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংকের উপাত্ত অনুযায়ী, চলতি বছরের এপ্রিল থেকে নভেম্বর সময়ের মধ্যে ভারতের বাণিজ্য-ঘাটতি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৮ দশমিক ৪ শতাংশ বেড়েছে। পাশাপাশি ভারতে বিনিয়োগ করা বিদেশি অর্থ ও ঋণ প্রত্যাহার করা হয়েছে, চলতি প্রান্তিকে যার পরিমাণ ছিল ১০ দশমিক ৩ বিলিয়ন (১ হাজার ৩০ কোটি) ডলার। এর আগের প্রান্তিকে ভারতে ২০ বিলিয়ন বা ২ হাজার কোটি ডলারের বিনিয়োগ এসেছিল। অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, এসব কারণে চলতি প্রান্তিকে ভারতে লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি তৈরি হয়েছে। বর্তমান অর্থবছর শেষে ভারতে ২০ বিলিয়ন (২ হাজার কোটি) থেকে ৩০ বিলিয়ন (৩ হাজার কোটি) ডলারের ধনাত্মক লেনদেন ভারসাম্য হবে বলে মনে করা হচ্ছে। গত অর্থবছরে ভারতে ৬০ বিলিয়ন (৬ হাজার কোটি) ডলারের বাণিজ্য উদ্বৃত ছিল। বাণিজ্যে লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতি ও শক্তিশালী ডলারের কারণে ভারতীয় রুপি চাপের মধ্যে থাকবে বলে আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক জানিয়েছে। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রতি ডলারের দাম ৮৬ রুপিতে দাঁড়াবে বলে ব্যাংকটি মনে করছে। অর্থাৎ ভারতীয় রুপি এ সময়ে আরও দুর্বল হবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর থেকেই ডলারের দাম বেড়ে চলেছে। ফলে রুপির পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। গত প্রায় এক বছরের মধ্যে ডলারের মূল্য সূচক সর্বোচ্চ পর্যায়ের কাছাকাছি চলে গেছে।

ভারতে সোনার দাম দুবাইয়ের চেয়ে কম না বেশি!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ ডিসেম্বরঃ ভারতের সোনার দাম সংযুক্ত আরব আমিরাতের চেয়ে কম, সম্প্রতি গণমাধ্যমে এই কথা ওঠার পর আমিরাতের সোনা ব্যবসায়ীরা বলেছেন, কোনোভাবেই না। এই দাবির সপক্ষে তাঁদের অবস্থান বেশ জোরালো। সম্প্রতি ভারতে সোনা আমদানির শুল্ক ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু আরব আমিরাতের কাঞ্জ জুয়েলার্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনিল ধানাক বলেছেন, এতে দুবাই ও ভারতের বাজারে সোনার দামের ব্যবধান সামান্য কমেছে। এই পার্থক্য সত্ত্বেও আরব আমিরাতে সোনার দাম এখনো ভারতের চেয়ে কম। ফলে আমিরাতে সোনা কিনলে ভোক্তাদের এখনো সাশ্রয় হচ্ছে। এ ছাড়া দুবাইয়ের বাজারে সোনা কিনলে পর্যটকেরা কর অব্যাহতির সুবিধা পান। সে কারণে দুবাইয়ের বাজার থেকে সোনা কেনা আরও বেশি লাভজনক। আরব আমিরাতের বাজার থেকে সোনা কেনা ভারতীয় পর্যটকদের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই লাভজনক। একসময় ভারত নিজ দেশে সোনার চাহিদা কমানোর জন্য আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশে উন্নীত করে, সে জন্য আরব আমিরাতের বাজার ভারতীয় পর্যটকদের জন্য আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বিশ্বের বৃহত্তম সোনা আমদানিকারক হচ্ছে চীন, এরপরেই ভারতের অবস্থান। ভারত মূলত আমদানির ওপর নির্ভরশীল। দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্য চুক্তির কারণে ভারত বুলিয়ন সোনার বড় অংশ আরব আমিরাত থেকে আমদানি করে। সম্প্রতি ভারতের গণমাধ্যমে এই দাবি করা হয় যে বর্তমানে আরব আমিরাতের চেয়ে ভারতের বাজার থেকে সোনা কেনা বেশি লাভজনক। শুধু আরব আমিরাত নয়, একই সঙ্গে কাতার ও ওমানের মতো দেশের তুলনায় ভারত থেকে সোনা কেনা সাশ্রয়ী। এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর প্রবাসী ভারতীয় ও পর্যটকেরা আরব আমিরাতের সোনার দোকানে বিষয়টি খোঁজখবর নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন আমিরাতের এক গয়নার দোকানের স্বত্বাধিকারী। তিনি আরও বলেন, ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের এই খবর একেবারে ভুল। এ বিষয়ে আমিরাতের সোনা ব্যবসায়ীদের কিছু করা উচিত বলেও তিনি মত দেন। আরও খারাপ বিষয় হলো সেই ব্যবসায়ী বলেন, ওই প্রতিবেদনে সত্যতার কোনো উপাদান ছিল না। ওই প্রতিবেদনের বক্তব্যের মূল যুক্তি ছিল, ভারতের রুপির বিপরীতে ডলার শক্তিশালী হওয়ায় ভারতের বাজারে সোনার দাম কমবে আরব আমিরাত ও কাতারের তুলনায়। বর্তমানে আরব আমিরাতের এক দিরহামের বিনিময়ে পাওয়া যাচ্ছে ২২ দশমিক ৯৮ ভারতীয় রুপি, যেখানে এক ডলারের বিনিময়ে পাওয়া যাচ্ছে ৩ দশমিক ৬৭ দিরহাম। সে কারণে ডলার শক্তিশালী হলে ভারতের বাজারে সোনার দাম কমবে। এমন একসময় ভারতের সংবাদমাধ্যমে এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো, যখন বছর শেষের সময় ঘনিয়ে আসছে। ভারতের পর্যটকেরা এই সময় আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বেড়াতে যাবেন এবং তাঁদের এই ভ্রমণের মূল আকর্ষণ হচ্ছে সোনা কেনা। ভারতে এখন ২২ ক্যারেটের এক গ্রাম সোনার দাম ৩১৬ দিরহাম, আরব আমিরাতের বাজারে যার দাম পড়ছে ৩০৮ দিরহাম, ৫ শতাংশ আমদানি শুল্কসহ। অর্থাৎ শুল্ক হ্রাসের পরও ভারতের বাজারে সোনার দাম এখনো আমিরাতের চেয়ে বেশি।

সোনা (১০গ্রাম):	৭৫৬৪০
রূপা (১ কেজি) :	৮৭৪৯৩
ডলার (ইউ এস):	৮৫.০৯

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৭৮৪৭২.৪৮
নিফটি—	২৩৭৫০.২০
ন্যাসডাক—	২০০৩১.১৩
এ.সি.সি—	২০৯৫.০০
ভারতী টেলি—	১৫৯৯.৫০
ভেল—	২৪১.৮০
এল এন্ড টি—	৪৬৬৭.৯০
টাটা মোটর্স—	৭৪০.৮০
টি.সি.এস.—	৪১৬৮.৬০
টাটা স্টিল—	১৪০.৩৫
ডাবর—	৫০৫.৭০
গোদরেজ—	১১৪০.২৫
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৭৯১.৭৫
আই.টি.সি.—	৪৬৭.৮৫
ও.এন.জি.সি.—	২৪০.০০
সিপলা —	১৪৮৯.২০
গ্রাসিম ইন্ডা—	২৪৮১.২৫
এইচ.সি.এল.টেক—	১৯০০.৮৫
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক—	১২৯৮.২০
সেল—	১১৭.৬০
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৮১১.৬৫
সিমেন্স—	৬৭১৫.০০
ফাইজার—	৪৮৫০.০০
ইউনিটেক—	৯.১৭
উইপ্রো—	৩০৪.৫০
ডা. রেড্ডি—	১৩৫৫.১৫
মারুতি—	১০৮৯৫.০০
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১০৭৬.৯০
টি সি আই —	১১৩৯.৩০
মহানগর টেলি —	৫০.৫৬
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	১৪৫.৮০
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

আজ ২৭ ডিসেম্বর

১৫৭১

জোহান কেপলারের জন্ম। সারা পৃথিবীতেই জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে নতুন ধারা তৈরি করে দিয়েছিলেন। জার্মানির এই নাগরিক মহাকাশ ও মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বেশ কিছু নতুন সূত্রের সন্ধান দেন। এই অত্যাধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী বিভিন্ন উপগ্রহের অবস্থান নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৬৩০ সালে।

১৬৭৩

সেন্ট হেলেনা দ্বীপটি এদিনই প্রথম আবিস্কৃত হয়। জার্মান অস্ত্র চোরাচালানের বিরুদ্ধে এদিন কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯০৪

জে এম বেরি ছিলেন বেশ কিছু প্রয়োজনীয় কাজের সঙ্গে যুক্ত। এই দিনই প্রথম তাঁর লেখা পিটার প্যান্ট অভিনীত হয়। ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রবণবানন্দ এই দিনই দেহত্যাগ করেছিলেন। তিনি ছিলেন এক মহান আত্মা। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অনুগামীদের মনে নেমে আসে হতাশা ও নিরানন্দ। তবে পরবর্তীকালে তাঁরই আদর্শ অনুকরণ করে এখনও সারা দেশে সেবাকাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২/৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

শব্দজাল- ৬১২৭

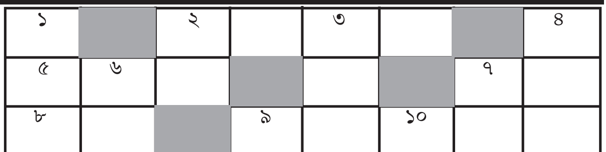

পাশাপাশি ঃ- ২) দাঙ্গাহাঙ্গামা ৫) ভ্রাতৃষ্পুত্রী ৭) কার্তুজ বা গুলি ৮) বিশাল .... বৃক্ষ ৯) তত্ত্বাবধান ১১) গ্রহরত্ন পরিমানের একক ১২) বক্ষ ১৩) বখরী বা ছাগল ১৪) রন্ধন ১৬) নকল ১৮) মজবুত ১৯) সজ্জা ২০) কর্মহীন ২১) অনিমন্ত্রিত।

উপরনীচ ঃ- ১) সূর্য ২) নৌকার চালক ৩) মধ্যম ৪) .... আবুল কালাম ৬) অট্টালিকা তৈরির অন্যতম উপাদান ৭) নলাকৃতির ফাঁপা বস্তুকে জ্যামিতির ভাষায় যা বলা হয় ৯) স্বামী ১০) শঙ্কর মাছের .... ১১) ধোপা ১৩) পরে জন্মেছে যে ১৪) মুখসুদ্দিকারি এক পাতা ১৫) রক্তসরা মারপিট ১৬) অবশ ১৭) জ্বিহা ১৮) পতঙ্গ ২০) বাঁশ জাতীয় এক প্রকার গাছ।

উত্তর - ৬১২৬

পাশাপাশি ঃ- ১) দলবদল ৬) সহরত ৮) সাবু ১০) রদ ১১) পক্ষ ১২) তলব ১৪) মাতন ১৫) কাবুল ১৬) তপসে ১৭) হল ১৮) সবি ২০) তন ২১) মওর ২৩) উহাহরণ **উপরনীচ ঃ-** ২) লস ৩) বহর ৪) দরদ ৫) লত ৭) লক্ষন ৮) সাতকাহন ৯) বুলবুল ১১) পতপত ১৩) বল ১৪) মাত ১৮) সওদা ১৯) বিরহ ২১) মউ ২২) তর

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

১১ পৌষ ভাঃ ৬ পৌষ, **২৭ ডিসেম্বর** ১১ পুহ, সংবৎ ১২ পৌষ বদি, ২৪ জমাঃ সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২২, সূর্য্যাস্ত ঘ ৪।৫৬। **শুক্রবার,** দ্বাদশী রাত্রি ঘ ১।৩৪ মিঃ। বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।২১ মিঃ। ধৃতিযোগ রাত্রি ঘ ১১।৫ মিঃ। কৌলবকরণ, দিবা ঘ ১২।৪১ গতে তৈতিলকরণ, রাত্রি ঘ ১।৩৪ গতে গরকরণ। **জন্মে**—তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ঘ ১।৪৭ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ঘ ৮।২১ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। **মৃতে**-ত্রিপাদদোষ। **যোগিনী**- নৈর্ঋতে, রাত্রি ঘ ১।৩৪ গতে দক্ষিণে। **বারবেলাদি**—ঘ ৯।০ গতে ১১।৩৯ মধ্যে। **কালরাত্রি**-ঘ ৮।১৭ গতে ৯।৫৮ মধ্যে। **যাত্রা**- নাই। **শুভকর্ম্ম**- বিক্রিয়বাণিজ্য পুণ্যাহ বৃক্ষাদিরোপণ গোবিক্রয়াদি। **বিবিধ**-দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন।

আপনার ভাগ্য

মেষ-মিথ্যাপবাদ। **বৃষ**-অপযশ। **মিথুন**-অশান্তি। **কর্কট**-মনস্তাপ। **সিংহ**-ভুল সিদ্ধান্তে ক্ষতি **কন্যা**-উদ্বেগ। **তুলা**-অকারণে ব্যয়। **বৃশ্চিক**-পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্তি। **ধনু**-ব্যাকুলতা। **মকর**-দাম্পত্যে ভাঙ্গন। **কুম্ভ**-দ্বি-চক্রযাণে বিপদ। **মীন**-অত্যাধিক ব্যয়।

আগামীকাল

মেষ-আর্থিক স্থিতি। **বৃষ**-নিরানন্দ। **মিথুন**-উৎকণ্ঠা। **কর্কট**-পশু দংশন। **সিংহ**-প্রাপ্তিযোগ। **কন্যা**-দুঃখভোগ। **তুলা**-নৈরাশ্য মুক্ত। **বৃশ্চিক**-শিক্ষার অগ্রগতি। **ধনু**-মানসিক ক্ষোভ। **মকর**-বাসনা পূরণ। **কুম্ভ**-চিকিৎসা বিভ্রাট। **মীন**-নীচসংসর্গ।

জেলায়-জেলায়

নন্দীগ্রামে উদ্ধার তৃণমূল কর্মীর দেহ, অভিযোগের তীর বিজেপির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৬ ডিসেম্বরঃ বৃহস্পতিবার সকালে নিজের দোকানের ভিতর থেকে এক তৃণমূল কর্মীর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল নন্দীগ্রামের সাতেঙ্গাবাড়ি এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম মহাদেব বিষয়ী। তিনি নন্দীগ্রামের গোকুলনগরের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতরও শুরু হয়েছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সাতেঙ্গাবাড়ি বাজারে দীর্ঘ দিন ধরে মহাদেবের একটি অস্থায়ী মাংসের দোকান রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে সেই দোকানের ভিতরেই তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, মহাদেবকে পিটিয়ে খুন করে দোকানের ভিতর ফেলে রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনার খবর পেয়েই নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। দেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

মহাদেব বৃন্দাবনচক দক্ষিণ ২৫৩ নম্বর বুথের তৃণমূল কর্মী। এই ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। বিজেপি যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

তৃণমূল সূত্রে খবর, নন্দীগ্রামের গোকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বৃন্দাবনচক গ্রামে তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন মহাদেব। ১৫ দিন আগে তাঁর উপরে হামলা হয় বলে অভিযোগ। রাজ্যের শাসকদলের অভিযোগ, মহাদেবকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন পদ্মশিবিরের নেতারা। এর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানানো হয় বলেও দাবি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের। বুধবার ওই এলাকায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর সভা ছিল। তার পরেই গভীর রাতে ওই তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে খুন করে তাঁর দোকানের ভিতরেই ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি তৃণমূলের। এই ঘটনার প্রতিবাদে বেশ কিছুক্ষণ রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান দলের কর্মীরা। পরে পুলিশ গিয়ে অবরোধ তোলে।

বিজেপি অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে। রাজ্য বিজেপির অন্যতম মুখপাত্র রাজর্ষি লাহিড়ী এই প্রসঙ্গে বলেন, "বিজেপি দেশের সরকার চালাচ্ছে, একাধিক রাজ্যে সরকার চালাচ্ছে, কোথাও আমরা খুনোখুনির রাজনীতি করি না। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে এই ঘটনা ঘটেছে কি না, তা আগে তদন্ত করে দেখা হোক। বিজেপর তমলুক সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মেঘনাদ পাল বলেন, "মত্ত অবস্থায় পিকনিকের আসরে ঝামেলা থেকেই এই খুনের ঘটনা বলে আমরা জানতে পেরেছি। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই।"

মেলায় কম্বল চুরির অপবাদে এক মহিলা সাফাই কর্মীকে হেনস্থা, উত্তাল বিষ্ণুপুর মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৬ ডিসেম্বরঃ বিষ্ণুপুর মেলা থেকে কম্বল চুরির অপবাদ দিয়ে এক মহিলা সাফাই কর্মীকে হেনস্থা করার প্রতিবাদে পুরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে ঘিরে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন পুরসভার সাফাই কর্মীরা। মহিলা সাফাই কর্মীর সম্মানহানি ও হেনস্থা করার জন্য অবিলম্বে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে গ্রেফতারের দাবিতে বৃহস্পতিবার পুরসভায় বিক্ষোভ দেখান অন্যান্য সাফাই কর্মীরা। একই সঙ্গে তাঁদের হুঁশিয়ারি অবিলম্বে এই ঘটনার সঠিক বিচার না মিললে মেলা প্রাঙ্গনে তাঁরা সাফাই কাজ করবেন না।

বিষ্ণুপুর হাইস্কুল মাঠে চলছে বিষ্ণুপুর মেলা। জাতীয় স্তরের এই মেলার প্রাঙ্গন প্রতিদিন সাফাই এর কাজ করেন বিষ্ণুপুর পুরসভার সাফাই কর্মীরা। বুধবার মেলা প্রাঙ্গন থেকে বেশ কিছু কম্বল চুরি যায়। আর এতেই সন্দেহ গিয়ে পড়ে এক মহিলা সাফাই কর্মীর উপর। অভিযোগ, সুপর্ণা মাদ্রাজি নামের এক সাফাই কর্মীকে কম্বল চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে প্রথমে তাঁকে ফোন করে কম্বল ফেরত দেওয়ার কথা বলেন বিষ্ণুপুর পুরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তুহিনশুভ্র কুণ্ডু।

চুরির কথা অস্বীকার করেন ওই মহিলা সাফাই কর্মী। পরে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্যান্যদের পাশাপাশি ওই সাফাই কর্মীকে বিষ্ণুপুর থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে বলেও অভিযোগ। পরে মেলা প্রাঙ্গনের সিসি ক্যামেরা পরীক্ষা করে দেখা যায়, ওই মহিলা সাফাই কর্মী নয়, কম্বল চুরি করেছে অন্য কোনও ব্যক্তি। আর এই ঘটনার পরেই সাফাই কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বৃহস্পতিবার সকালে বিষ্ণুপুর পুরসভার সাফাই কর্মীদের একাংশ পুরসভায় হাজির হয়ে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করেন। চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মহিলা সাফাই কর্মীকে হেনস্থার অভিযোগে অবিলম্বে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে গ্রেফতারের দাবি তুলতে থাকেন বিক্ষোভকারী সাফাইকর্মীরা। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত মেলা প্রাঙ্গনের সাফাই কাজে যোগ না দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা। এদিকে এই ঘটনা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে পুরসভা। পুরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তুহিন শুভ্র কুণ্ডু কোনও বক্তব্য দিতে চাননি।

দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু শিশুর, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৬ ডিসেম্বরঃ বাড়ির মাটির দেওয়াল দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল চার বছরের এক শিশুর। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের প্রসাদপুর এলাকায়। মৃত শিশুর নাম জয় দাস। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির পাশেই খেলা করছিল জয়। সেই সময়ই বাড়ির এক পাশের কাদা মাটির দেওয়াল ধসে পড়ে। তাতে আহত হয় জয়। এলাকাবাসীরা রক্তাক্ত অবস্থায় জয়কে উদ্ধার করে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের বক্তব্য, গ্রামে এরকম অনেকের বাড়ি মাটির। প্রত্যেকটিই বিপজ্জনক। যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। বর্ষাকালে ভয় আরও বাড়ে। সরকারের তরফ থেকে বাড়ি তৈরির জন্য দেওয়া হচ্ছে আবাসের টাকা। তাতেও বিস্তর দুর্নীতির অভিযোগ। তা নিয়ে সোচ্চার হন গ্রামবাসীরা।

১০০ সদস্য পদ সংগ্রহ করলেই পুরস্কার... বিতর্কে বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৬ ডিসেম্বরঃ নির্দিষ্ট সংখ্যায় দলের সদস্য সংগ্রহ করতে পারলে মিলবে দলীয় পদ। এই ঘোষণার পর এবার সদস্য সংগ্রহে আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করে বিতর্কে জড়ালেন বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা। বিধায়ক নিজের ফেসবুক পোস্টে এই পুরস্কার ঘোষণা করতেই অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। সুযোগ পেয়ে বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল।

দেশ জুড়ে বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযান চলছে। বিধায়ক থেকে সাংসদ, দলের উঁচুতলা থেকে নীচু তলা সর্বস্তরে নির্দিষ্ট সংখ্যায় সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে দল। সূত্রের খবর, বাঁকুড়া বিধানসভায় যে সংখ্যক সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে তা এখনও ছুঁতে পারেনি বিজেপি নেতৃত্ব। ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্দিষ্ট সেই লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে বিভিন্ন কৌশল নিয়েছেন বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা। সদস্য অভিযানে গতি আনতে ফেসবুকে পোস্ট করে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছিলেন বিধানসভার প্রত্যেক পদাধিকারী, শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ ও সদস্যরা প্রত্যেককে ১০০টি করে সদস্য সংগ্রহ করতে হবে। নাহলে আগামীদিনে তিনি দলের পদাধিকারী হতে পারবেন না। দলের পদের প্রলোভন দেখানোর পর এবার সদস্য অভিযানে মোদি জ্যাকেট ও আর্থিক পুরস্কারের প্রলোভন দেখিয়ে ফেসবুক পোস্ট করে বিতর্ক তৈরী করেছেন ওই বিধায়ক।

সম্প্রতি বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা ফেসবুকে পোস্ট করে জানান, যে যে বুথ সভাপতি আগামী ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে ১৫০ জন সদস্য সংগ্রহ করবেন, তাঁদের একটি করে মোদী জ্যাকেট এবং যে বুথ সভাপতিরা ৭৫টি করে সদস্য সংগ্রহ করবেন, তাঁদের প্রত্যেককে ১০০ টাকা করে দেওয়া হবে। বিধায়কের এই পোস্ট সামাজিক মাধ্যমে তোলপাড় ফেলেছে। বিধায়কের দাবি, দলের কর্মীদের উৎসাহ দিতেই ওই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে দলীয় বিধায়কের এই পোস্ট নিয়ে চূড়ান্ত অস্বস্তিতে পড়েছে দল। বিষয়টি জানা নেই বলে দাবী করে দলের জেলা সভাপতি বলেন, "বেশি সংখ্যায় সদস্য সংগ্রহ করলে উত্তরীয় দিয়ে তাঁকে সম্মান জানানোর কথা বলা হলেও আর্থিক পুরস্কারের কোনও প্রশ্ন নেই।"

বিধায়ক কীভাবে এই ঘোষণা করলেন তা খতিয়ে দেখতে হবে। তৃণমূল এই ঘটনাকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। তৃণমূলের দাবি, বিজেপির কোনও কর্মী যেমন এই সদস্য সংগ্রহ করছেন না তেমনই সাধারণ মানুষ বিজেপির সদস্যপদ নিতে চাইছেন না। তাই মরিয়া হয়ে এখন বিজেপি বিধায়ককে আর্থিক পুরস্কারের প্রলোভন দেখাতে হচ্ছে।

বড়দিনের রাতে বেপরোয়া গতির বলি ২, আহত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ২৬ ডিসেম্বরঃ উৎসবের রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা পূর্ব বর্ধমানের গুসকরায়। চারচাকা গাড়ির বেপরোয়া গতির বলি ২। আহত ৫। আহতরা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্তে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বড়দিনের রাত ৯টা নাগাদ গুসকরা মানকর রোডে ধারাপাড়ার কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। গুসকরার দিকে আসা একটি চারচাকা গাড়ি বেপরোয়া গতিতে ধারাপাড়ায় রাস্তার ধারে একটি মুদিখানায়, এক পথচারী ও বাইক এবং সাইকেলে ধাক্কা দেয়। তারপর চারচাকা গাড়িটি উলটে যায়। ঘাতক গাড়িটির চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। স্থানীয়দের সহযোগিতায় পুলিশ সাতজনকে উদ্ধার করে গুসকরা হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি ৫ জন আহত ব্যক্তির চিকিৎসা চলছে। ঘটনায় শহরের পথ নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

কংগ্রেস একঘরে হতে চলেছে

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী যত রকমের পরিকল্পনা করে যান, বিরোধীদের একসাথে নিয়ে চলতে দেবে না মোদির বিজেপি। একসাথে নিয়ে চলতে গেলে বিজেপির কাছে কংগ্রেস বিপজ্জনক। তাই যেভাবেই হোক কংগ্রেসকে একঘরে করতেই হবে। লালু প্রসাদ যাদব এবং কেজরিওয়াল দুজনেই ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্বে চাইছেন মমতা ব্যানার্জীকে, কংগ্রেসকে নয়। এটা বিজেপিরই একটি পরিকল্পনা তা বুঝতে পারছে না কংগ্রেস। কংগ্রেস হয়ত ভাবছে একা লড়েই একদিন না একদিন বিজেপিকে হারাতে পারবে তারা। তা যে অদূর ভবিষ্যতে হবে না একথা দেশের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বুঝলেও কংগ্রেস নেতৃত্ব বুঝতে চাইছেন না। একজন, দুজন, তিনজন নেতা সারা দেশ ঘুরছেন ঠিকই তবে ঘুরে কোন কাজ হচ্ছে না তার কারণ সারা দেশ জুড়ে রাজ্যে বা জেলায় জেলায় কংগ্রেসের সংগঠনকে পরিচালনা করে নিয়ে যাবেন এরকম কোন লোকই নেই। নতুন প্রজন্মের যুবক যুবতিরা খুব উৎসাহ নিয়ে কংগ্রেসে কাজ করছে এমন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তার ফলে ৫৪৩টি আসনের মধ্যে ২০২৪-র লোকসভা ভোটে ৯৯টি আসন পেয়ে কংগ্রেস ভাবছে তারা অনেক এগিয়েছে। যেখানে শাসক দল বিজেপির হাতে সমস্ত সাংবিধানিক সংস্থা এমনকি আদালত ও মিডিয়া সেই অবস্থায় কংগ্রেসিরা মোদির বিরোধীতায় যত সত্য এবং তথ্যপূর্ণ শ্লোগান মানুষের কাছে নিয়ে যেতে চান না কেন তা সাধারণের কাছে পৌঁছাবে না। কারণ কংগ্রেসের সংগঠনের যা অবস্থা তাতে জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ আছে এরকম এলাকা খুব কম। যেখানে জনগণের সাথে কংগ্রেসের সরাসরি যোগাযোগ আছে সেরকম রাজ্যের সংখ্যা হাতে গোনা এবং আগামি দিনেও তার পরিবর্তন হবে এমন সঙ্কেত পাওয়া যাচ্ছে না।

উপরোক্ত পরিস্থিতি বিজেপিকে এগিয়ে রাখছে। উল্লেখ করা যেতে পারে কংগ্রেস যেভাবে মোদির বিরোধীতায় সোচ্চার হয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করছে তার কনা মাত্রও অখিলেশের সমাজবাদী পার্টি, তেজস্বী যাদবের আরজেডি করতে পারছে না। অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লী নিয়েই হিমসিম খাচ্ছেন। মমতা ব্যানার্জী তার দলের দুর্নীতিগ্রস্ত জেলে রাত কাটানো নেতাদের জন্য মোদির বিরোধীতা প্রকাশ্যে করতে পারছেন না। ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার হেমন্ত সোরেনের সংগঠনের পক্ষে সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপির বিরোধীতা করা সম্ভব নয়। বিহারে নীতিশ কুমারকে নিয়ে বিরোধীরা যতই মনে মনে গুড় খান না কেন নীতিশ কখনই নিজের হিসাব না বুঝে কোন চাল খেলবেন না। এই অবস্থায় ইন্ডিয়া জোট থেকে কংগ্রেসকে আলাদা করে দিতে পারলেই বিজেপির জন্য আগামী দিনে প্রায় অধিকাংশ রাজ্যে ক্ষমতায় আসা বা থাকা সহজ হবে। কংগ্রেস বিরোধীতা করবে ঠিকই তবে বিজেপি তাদের পাত্তা দেবে না।

সকল কর্তব্য কর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

মানুষের কর্তব্য

ছান্দোগ্যোপনিষদে উদ্দালক সত্যকামকে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য গো-সেবার কথা বলেছেন। কেবলমাত্র গো-সেবা করেই সত্যকাম ভগবানকে লাভ করেছিলেন। মহাত্মার দ্বারা কথিত হওয়ায় গো-সেবাই পরম সাধন হয়ে উঠেছিল। মহর্ষি পতঞ্জলির দ্বারা বর্ণিত অষ্টাঙ্গযোগের মধ্যেকার যে কোনো একটি অঙ্গ অথবা উপাঙ্গ দ্বারাই ব্রহ্ম লাভ হতে পারে। কেবল ধ্যান এবং প্রাণায়ামের দ্বারাও ভগবান লাভ হতে পারে। নিয়মের একটি অঙ্গ স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বারাও পরমাত্মাকে লাভ হতে পারে।

ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা। (যোগদর্শন ১।২৩)

অতএব এর দ্বারা এটিই প্রমাণিত হলো যে যোগের একটি অঙ্গ অথবা একটি উপাঙ্গের দ্বারাও ভগবৎলাভ হতে পারে। হৃদয়কে পবিত্র, মন-বুদ্ধিকে স্থির রাখার জন্য শাস্ত্রে বর্ণিত বিভিন্ন মার্গের কোনো একটি মার্গকে নির্দিষ্ট করে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। ভগবৎ কৃপায় বিজয় নিশ্চিত, সাফল্য অবশ্যই পাওয়া যাবে।

দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান একথা বলেছেন যে যেসব ভক্ত মন একাগ্র করে শ্রদ্ধার সঙ্গে সমস্ত কর্ম আমাকে সমর্পণ করে, সুগুণরূপ পরমেশ্বর আমাকে তৈলাধারের মতো অনন্য ধ্যানযোগের দ্বারা নিরন্তর চিন্তনরত অবস্থায় আমাকে ভজনা করে, সেই আমাতে নিয়োজিতচিত্ত প্রেমী ভক্তকে আমি শীঘ্রই মৃত্যুরূপী সংসার-সাগর থেকে উদ্ধার করে থাকি।

ক্রমশ...

হারাধনের দশটি ছেলে

কিশলয় গুপ্ত

(পরবর্তী অংশ ...)

৩

সেদিন ফেরার পথে কুহক একটাও কথা বলল না। সারা রাস্তা চোখমুখ কুঁচকে কী যেন ভেবেই গেছে। অবশ্য বুঝতেই পারছিলাম সদ্য দেখে আসা এক হতভাগ্যের মরামুখটাই ভাসছিল তার চোখে। সেটাই স্বাভাবিক। যে কেউই কোন অস্বাভাবিক ভাবে মৃত কাউকে দেখলে বহুক্ষণ ভুলতে পারে না। আর এখানে তো কুহক এই বীভৎস খুনের তদন্তভার হাতে নিয়েছে। তার তো আরও বেশী করে ভাবনা আসবে।

তারপর যা হয় আর কী, বাড়ী ফিরে আমি ভেসে গেলাম আমার দৈনন্দিন কাজে। মাঝে মাঝে প্রনয় অধিকারীর কথা যে একদম মনে পড়েনি তা নয়, কিন্তু একজন মরা মানুষের কথা ভেবে আমার জীবিত বাবা মায়ের তো সর্বনাশ করতে পারি না। কাজ না করলে তো তারা না খেয়ে থাকবে। সুতরাং আর পাঁচজন মধ্যবিত্তের মত আমিও নিজের তৈরী করা নিয়মের মধ্যে ঢুকে যেতে বাধ্য হলাম।

দিনসাতেক পর একদিন সকালে আবার কুহকের ফোন। ফোনের স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে রীতিমত আতংক হল আমার। আবার কোন হতভাগ্যের মৃত্যুর খবর শুনবো না তো!

যাইহোক ফোন তুলে সাড়া দিতেই কুহকের গলা-আসতে পারবি? তোর সাহায্যের দরকার।

আরিব্বাস! কুহকের দরকার আমার সাহায্য! এ যে আবিশ্বাস্য ব্যাপার।

গলাটাকে যথা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে বললাম- আসছি।

কিন্তু উত্তেজনা কী আমাকে ছাড়ে? কুহকের আমাকে দরকার। মানে আমার সাহায্য দরকার। কী ধরনের সাহায্য হতে পারে, সেটা আমার দ্বারা সম্ভব কিনা সেটাও ভাবনার বিষয়। আচ্ছা,এত কিছু ভাবছি কেন? এমনও তো হতে পারে প্রনয় অধিকারীর মৃত্যু সংক্রান্ত কোন ব্যাপারই নয়। হয়তো কুহকের কোন ব্যক্তিগত কাজে আমাকে দরকার।

ধুর বাবা, তিন পা হাঁটলে পৌঁছে যাব,আর আমি আকাশ পাতাল ভেবে সারা হচ্ছি। আসলে শচীন টেন্ডুলকার যদি একজন সাধারণ ক্রিকেটারের কাছে ব্যাটিংয়ের কৌশল জানতে চায় তাহলে সেই সাধারণ ক্রিকেটারের যে অবস্থা হবে,আমার মনের অবস্থাও এই মুহূর্তে তাই। রাস্তায় বেরিয়ে কয়েক পা হেঁটেই মনে হল- আরেহ, বাইক নিয়েই তো বেরোতে পারতাম। তাহলে অনেক তাড়াতাড়ি কুহকের বাড়ি পৌঁছে যেতাম। নিজের চিন্তা ভাবনা দেখে নিজের মনেই হেসে ফেললাম। আমি কি খুশীর চোটে পাগল পাগল অবস্থায় চলে এলাম? হেঁটে পৌঁছাতে কয়েক মিনিট, সেখানে বাইক নিয়ে আসার কথা ভাবছি। তারচেয়ে ভালো একটা কপ্টার ভাড়া করতে পারতাম। কপ্টার ভাড়াই বা করতে হবে কেন, কুহকের বাবা কর্ণেল কাকুকে বললে তো আমার বাড়িতে কপ্টার পাঠিয়ে দিতেন। পাগলামী আর কাকে বলে।

যাইহোক, ড্রয়িং রুমে পা রেখেই আমার অভ্যাস মতো কিচেনের দিকে তাকালাম। কাকিমা আমাকে দেখেই আঙুল উঁচিয়ে উপরের দিকে ইশারা করলেন। অর্থাৎ সোজা তিনতলায় চলে যা। কুহকের নিজস্ব দুনিয়ায়। কুহকের তিনতলার ঘরে যারতার যাওয়ার অনুমতি নেই। ওর বাবা মা, বাড়ির কাজের লোকেরা তাও অনুমতি সাপেক্ষে। আর বাইরের লোক বলতে এখনও পর্যন্ত শুধু আমি।

এক সঙ্গে তিন তিনটে করে সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠলাম। পুরানো দিনের জমিদার বাড়ির এই তিনতলাটা পরে তৈরি করা হয়েছে। আগে গোটা ছাদ ছিল একটা মোটামুটি ফুটবল খেলার মাঠের আকারে। পরে একদিকে দুখানি ঘর তৈরি করা হয়েছে। তার একটা কুহকের শোবার ঘর। আর একটা লাইব্রেরী। কাজের ঘর। সেই ঘরে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত শুধু বই আর বই। পৃথিবীর হেন কোন বিষয় নেই যা এখানে পাওয়া যাবে না। ঘরের দুইদিকে দুটি দরজা। ডানদিকের দরজা দিয়ে ঢুকলে লাইব্রেরী। আর বামদিকের দরজা দিয়ে ঢুকলে শোবার ঘর।

আমি ডানদিকের দরজায় টোকা দিলাম। কারণ এই মুহূর্তে সাহেব নিশ্চিত লাইব্রেরী ঘরে।

ভিতর থেকে আওয়াজ এলো - আয়

ঘরে পা দিয়েই বুঝতে পারলাম আমাকে ডাকার উদ্দেশ্য সেই প্রনয় অধিকারীর মৃত্যু সংক্রান্ত ব্যাপার না হয়ে যায় না। কারণ কুহকের সামনের টেবিলে সাজানো আছে সেই গীতা। যেটা আমরা প্রনয় অধিকারীর বডির পাশ থেকে উদ্ধার করি।

সঙ্গে সেই ছড়া লেখা কাগজ এবং একটা খোলা ফাইল। নিশ্চয়ই তাতে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আছে। আর পুলিশের প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট। হুঁ হুঁ বাওয়া, আমিও গোয়েন্দার সঙ্গে থেকে থেকে হাফ গোয়েন্দা হয়ে গেছি।

আমার দিকে না তাকিয়েই কুহক বললো- বস

তার নজর সেই খোলা ফাইলে। মন দিয়ে একটা রিপোর্ট পড়েই যাচ্ছে। আমি যে সামনে বসে আছি বোধহয় ভুলে গেছে। এটা বরাবর দেখে এসেছি,ও যখন কোন কাজ করে, বিশ্ব চরাচরে কী হচ্ছে,কে কোথায় মরে যাচ্ছি নাকি ভূমিকম্প হয়ে পৃথিবী তলিয়ে যাচ্ছে সে সব বিষয়ে কোন হুঁশ থাকে না।

(পরবর্তী অংশ পরের শুক্রবার...)

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., Editor - Vivekananda Tripathy

সত্ত্বাধিকারী মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিত ও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

রবি গেলো অস্তাচলে

তন্ময় সিংহ

"গিরতে হুয়ে শের সওয়ারি ময়দানি জঙ্গ মে,
ও জিসম কেয়া গিরে যো ঘুটনোকি বল চলে"

শাহরুখ খানের প্রিয় শায়েরির মতো অশ্বিন জানিয়ে দিলেন ভারতের হয়ে বুটজোড়া তুলে রাখছেন তিনি ঠিকই, কিন্তু ক্রিকেটে এখনও তার মধ্যে রয়ে গেলো, যা তিনি ক্লাব ক্রিকেটে দেখাবেন। আসলে এই দেড় মিনিটের সাংবাদিক সম্মেলনে যে গোটা ভারতবর্ষ বজ্রাহত হতে চলেছে তার আভাস বৃষ্টি ভেজা গাব্বার টিভির পর্দায় দেখা গেল যখন কোলাকুলি করছেন বিরাট ও অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসেবে থাকা রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বৃষ্টির জন্য খেলা সম্পূর্ণ না হওয়ায় সাংবাদিক সম্মেলন করতে রোহিত শর্মার সাথে এলেন তিনি এবং উপস্থিত সাংবাদিককূলের সাথে টিভির পর্দায় চোখ রাখা ও পরবর্তীতে আপামর দেশ কালের সীমারেখা ছাড়িয়ে ক্রিকেটপ্রেমী চমকে উঠবে ওই দেড় মিনিটের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে -আজকেই আমার শেষ দিন, ভারতের ক্রিকেটার হিসেবে, আগামীকাল আমি দেশে ফিরছি। ভারতীয় ক্রিকেটে অশ্বিনের অবদান মাত্র একটি পরিসংখ্যানেই পরিষ্কার করে দেওয়া যায়, তাঁর সমসাময়িক ক্রিকেটার বিরাট কোহলি, টেস্ট ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত তিনটি ম্যান অব দ্য সিরিজ হয়েছেন সেখানে রবিচন্দ্রন অশ্বিন এগারোটা ম্যান অব দ্যা সিরিজ হয়েছেন। আর ক্রিকেটের ইতিহাসে টেস্ট ক্রিকেটের গুরুত্ব বুঝতে এবারের গাব্বার ওই ফ্রেমটিই যথেষ্ট যখন গাব্বায় হুক করে চার মারলেন আকাশ দীপ সিংহ, টিভি ক্যামেরা তাক করলো গৌতম গম্ভীর, বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার উচ্ছ্বাসকে, যুদ্ধ জয়য়ের আনন্দ ফুটে উঠলো ভারতের অন্যতম সেরা ক্রীড়াবিদদের মুখে চোখে সামান্য একটা ফলো অন বাঁচিয়ে। সেই টেস্ট ক্রিকেটে বিগত পনের বছরে ভারতের সর্বকালের সেরা ম্যাচ উইনার কিন্তু রবিচন্দ্রন অশ্বিনই।

বক্সিং ডে টেস্টের জন্য বিমানের টিকিট কাটা ছিলো বাবার। হাঁটুর সমস্যা এবং সামনে ভারতের ঘরের মাঠে কোন সিরিজ না থাকায় এবং বহুদিন ধরে ভারতের ম্যানেজমেন্ট দ্বারা অবহেলিত হতে হতে হয়তো রবিচন্দ্রন অশ্বিন দেশের হয়ে ক্রিকেট বুট তুলে রাখতেন অভিশপ্ত নিউজিল্যান্ড সিরিজের পর। কিন্তু তিনি জানতেন হওয়া আর ঘোড়ার পিঠে যারা সওয়ার হয়, তাদের পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, আর যারা হামাগুড়ি দিচ্ছে তাদের পড়ার আর ভয় কি। শেষ পর্যন্ত তিনি চেপে বসেছিলেন পার্থের বিমানে। পার্থে বাদ পড়তেই ক্যাপ্টেন রোহিতের কাছে জানতে চান ম্যানেজমেন্টের তাকে নিয়ে ভাবনার কথা। রোহিত জানান অ্যাডিলেডে দিন রাতে টেস্টে তিনি তাঁকে চান। অ্যাডিলেডের দিনরাত্রির টেস্ট ম্যাচের পর, গাব্বায় বাদ পড়তেই বুদ্ধিমান অশ্বিন বুঝে যান বর্তমান টিম ম্যানেজমেন্ট প্রধান দুই স্পিনারের মধ্যেও ধরছে না তাঁকে। অথচ উল্টো দিকে অস্ট্রেলিয়া টিমে নিয়মিত লায়ন টেস্ট ম্যাচে এক ওভার বল করেও, এবং শুধুমাত্র বোলার হিসেবে। সেখানে ছটি সেঞ্চুরি থাকা ও অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচ বাঁচানোর ইনিংসের অন্যতম কারিগর অশ্বিনকে বলি হতে হয় ভারতের টপ অর্ডারে অফ ফর্মে থাকা রাজপুত্রদের জায়গা করে দিতে দশ নম্বর পর্যন্ত ব্যাটসম্যান খেলানোর ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তের। তাই বাবা অস্ট্রেলিয়া আসার আগেই, অনেক প্রশ্ন তুলে ছেলে ফিরলেন চেন্নাইতে।

রবিচন্দ্রন অশ্বিন, সম্ভবত সেই বিরল পর্যায়ের ক্রিকেটার যার বাগ্মীতা মাঠ ও মাঠের বাইরেও প্রশ্নাতীত। গাব্বার ওই দেড় মিনিটের প্রেস কনফারেন্সেই লুকিয়ে রেখেছেন তার

মনের মর্ম বেদনা যেখানে তিনি নিজেকে পারফর্ম করতে দেখতে চান ক্লাব ক্রিকেটে। কোন প্রশ্ন না নিলেও তার কথার মাঝেই খুলে গেছে অবসরের অনেক কারণ। ঘটনার আকস্মিকতায় সামনে এসেছে বিসিসিআইয়ের দুর্বলতা তার সেরা লগ্নির সফল পোস্টারবয়দের সাথে ব্যবহারে। আসলে শ্রীনিবাসনের জমানার পর, ক্রিকেট প্রশাসনে যে রাজনীতি করন হয়েছে তাতে খেলোয়াড়দের সাথে সঠিক ট্রিটমেন্ট দেওয়ার কথাই ভুলে গেছে বিসিসিআই। সকলেরই মূল ইচ্ছা শুধু আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়া ও বিগবসকে খুশি করতে পারা। ক্রিকেট প্রশাসক হিসেবে সৌরভ গাঙ্গুলীকে সরে যেতে হয়েছে অর্ধেক রাস্তাতেই।

আর সমকালীন ক্রিকেট প্রশাসনে ও সমর্থকদের মধ্যে ব্যাটসম্যানদের জন্য বিশেষ সোনার চামচের ব্যবস্থা থাকলেও চ্যাম্পিয়ন বোলারদের জন্য সেই অনুরাগ চোখে পড়ে না। ভারতীয় ক্রিকেটে ব্যাটসম্যানরা যেন আসল রাজপুত্র এবং বোলাররা অতীব সাধারন কেউ যাদের জন্য বোর্ডে, টিভি, মিডিয়া, বিজ্ঞাপনে কোথাও থাকেনা আওয়াজ। অন্যদিকে শুধুমাত্র বিজ্ঞাপন জগতের জন্যই বিসিসিআই বয়ে নিয়ে যেতে পারে ব্যাটিং সুপারস্টারদের। আবার বিজ্ঞাপন জগতে কদর না থাকায় রাহানে ও পূজারাদের পারফর্ম করেও ব্রাত্য থাকতে হয় টেস্ট দল থেকে। তবুও একশোর বেশি টেস্ট খেলা ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের হঠাৎ অবসরে গতকাল থেকে দেশজুড়ে জনমানসে যে পরিমাণ আবেগের সৃষ্টি হয়েছে তা প্রশ্নাতীত। আসলে আপাদমস্তক ভদ্রলোক অশ্বিন তার ব্যক্তিগত প্রতিভা ছাড়াও ক্রিকেটের বাইরে পডকাস্ট, ইউটিউব ও ক্রিকেট সম্পর্কিত বিভিন্ন ইভেন্টের মাধ্যমে জনমানসে বিশেষ জায়গা দখল করে রেখেছিলেন। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজ বাদ দিলে তার আগের সমস্ত খেলাতেই তার পারফরমেন্স ছিল সেরাদের মতই। তাই অশ্বিনের হঠাৎ অবসরে দেশজুড়ে সৃষ্টি হয়েছে বিসিসিআই ও বর্তমান ম্যানেজমেন্টের প্রতি তীব্র ক্ষোভ। চোদ্দো বছর ক্রিকেট ক্যারিয়ারে তার সাথে অবিচার হয়েছে টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডেতে। কখনো অতিরিক্ত ব্যাটসম্যান খেলানোর আছিলায় কখনো অলরাউন্ডারের খোঁজে সহজ বলি দেওয়া হয়েছে রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে। তার সময়কালের শ্রেষ্ঠ ব্যাটার বিরাট কোহলি প্রায় ৩০০টি একদিনের ম্যাচ ও ১২৫টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলা সৌভাগ্য পেলেও অশ্বিনের ক্ষেত্রে মাত্র ১১৬টি একদিনের ম্যাচ খেলার ও ৬৫টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার সৌভাগ্য হয়। তিনি মনঃক্ষুন্ন হলেও এরপরে লাল বলের ক্রিকেটে অর্থাৎ টেস্ট ক্রিকেটে তার প্রতিভার অনন্য নজির রাখেন, ১০৬টি টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেটে ৫৩৭টি উইকেট, ৬টি সেঞ্চুরি সহ ৩৫০০ রান থাকা সত্ত্বেও কখনো রবীন্দ্র জাদেজাকে ভালো ব্যাটসম্যান অলরাউন্ডার হিসেবে জায়গা ছাড়তে এবং পরবর্তীতে ওয়াশিংটন সুন্দরকে জায়গা ছাড়তে টিম ম্যানেজমেন্ট এর সবচেয়ে সফট টার্গেট হয়ে যান উনি। শ্রীনিবাসনের পরে চেন্নাই লবিতে কোন গডফাদার না থাকাও কাল হয় অশ্বিনের।

অশ্বিনের বাবা জানিয়েছেন বারবার অসম্মানিত হতে হতেই শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন রবি। ক্রিকেট জীবনে ব্যাটসম্যান হিসেবে শুরু করা ভারতের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্পিনারকে কিন্তু তার ক্যারাম বলের মতো রহস্যময় বলেই মনে করা হয় ক্রিকেট সার্কিটে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু মহল আন্দাজ করতে পেরেছিল এরকম কিছু ঘটনা ঘটবে, কিন্তু শেষ দুই টেস্ট স্পিন সহায়ক উইকেটে খেলা এরকম অবস্থায় হঠাৎ করে অশ্বিন অবসর ঘোষণা করে দেশে ফিরে আসবেন ভাবতে পারেননি কেউই। বাংলাদেশের সাথে ম্যান অব দ্য সিরিজ হওয়ার পর নিউজিল্যান্ডের সাথে বিপর্যয় ভারতীয় ক্রিকেটে দেশে অপরাজেয় এই তকমাতে ধাক্কা দেয়। অশ্বিন তাঁর নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন সে কথা। সাদা বল থেকে যখন তাকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল তখনও তাঁর উত্তর খুঁজে বেরিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম এই সেরা মস্তিষ্ক। কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে নিয়ে গিয়ে প্রথম টেস্ট বসানোর পরে, দ্বিতীয় টেস্ট সুযোগ দিয়ে আবার তৃতীয় টেস্টে বসিয়ে দেওয়া ও ম্যানেজমেন্টের তৃতীয় স্পিনার হিসেবে তাকে ভাবা মানতে পারেননি তিনি। গাব্বার যে এই ঘোষণা হতে চলেছে তা জানতে পারেনি রোহিত শর্মা ও গৌতম গম্ভীর ছাড়া কেউই।

রবিচন্দ্রন অশ্বিনের হঠাৎ অবসর, বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ভারতীয় ক্রিকেটে সিস্টেমে নায়ককে মর্যাদা দেওয়ার পদ্ধতিতে যে ঘাটতি আছে তা চোখে আঙুল দিয়ে আরেকবার দেখিয়ে দিয়েছে। অশ্বিনকে ক্রিকেট মাঠে অধিনায়ক হিসেবে কম দেখা গেলেও, ক্রিকেটার হিসেবে বুদ্ধিদীপ্ত এবং আপাদমস্তক ভদ্রতার জন্যই তিনি সকলের আন্না। রবিচন্দ্রনের ক্ষুরধার মস্তিষ্ককে ভারতীয় ক্রিকেটের অধিনায়ক হিসেবে দেখতে না পাওয়া সম্ভবত ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য এক অপূরনীয় ক্ষতি, সাথে ভারতের ক্রিকেটের সিস্টেমে ব্যাটসম্যানদের আধিপত্যের দিকে আঙুল তোল। যেখানে ফর্ম না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র বিজ্ঞাপন জগতের জন্যই রাজপুত্রের খাতিরে দীর্ঘদিন ধরে দলে রাখা হয় ব্যাটসম্যানদের, বর্তমান ভারতীয় দলের সিনিয়র ব্যাটসম্যানরা এই সিস্টেমের সবচেয়ে বড় উদাহরণ। তবে ভারতীয় ক্রিকেট ম্যানেজমেন্টের তরফে শেষ দিন মাঠে অতিরিক্ত ফিল্ডার হিসেবেও সুযোগ না দেওয়া বা শেষ সম্মান না দেওয়া অশ্বিনের মতো তারকার জন্য কোন ভাবেই প্রাপ্য ছিল না। ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের অন্যতম সেরা ম্যাচ উইনারের প্রাপ্য মর্যাদা হয়তো আগামী দিনে আইপিএলের মাঠে চেন্নাইয়ের হয়ে আমরা দেখতে পাব। তবে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থার কার্য পদ্ধতিকে মিডিয়া ও দেশবাসীর প্রশ্নের সামনে আনলো অশ্বিনের এই রহস্যজনক অবসর।

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

রাজ্য

সরকারি কাজের হিসাব রাখবেন আট অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ ডিসেম্বরঃ রাজ্যে সরকারি কাজের অগ্রগতির জন্য তৈরি হয়েছে অ্যাপ। আর সেসবের তথ্য যাচাই করতে ৮ জন অফিসারের একটি দল গঠন করল রাজ্যের অর্থ দফতর। কারণ কাজ না হওয়া, একই কাজ দু'বার করতে গিয়ে অর্থ নষ্ট, সরকারি কাজে সময় নষ্ট যাতে না হয় তার জন্যই এই পদক্ষেপ করল নবান্ন। এই বিষয়ে একটি নির্দেশিকা জারি করে সম্প্রতি নানা দফতরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ৮ সদস্যের টিমের কাজ হবে, অ্যাপ মারফত আসা তথ্যগুলি যাচাই করা, যাচাইয়ের পর কী পদক্ষেপ করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা সেটা তদারকি করা। নবান্ন সূত্রে খবর, কদিন আগেই রাজ্য সরকারের নানা প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে অ্যাপ চালু করা হয়েছিল। তারপর বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, কোনও অফিসার সরকারি কাজ পরিদর্শনে গেলে তাঁকে জিপিএস অন করে রাখতে হবে। তার ফলে নবান্নে বসে অফিসারদের অবস্থান জানা যাবে। তাই এবার বাড়িতে বসে রিপোর্ট জমা দিতে পারবেন না অফিসাররা। সরকারি কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসারকে পৌঁছে যেতে হবে নির্দিষ্ট জায়গায়। সেখান থেকেই তাঁকে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য অ্যাপে আপলোড করতে হবে। সরকারি কাজে দেরি যাতে না হয় তার জন্যই এই উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর গ্রিভ্যান্স সেলে নানা অভিযোগ জমা পড়েছে। সেইসব খতিয়ে দেখে দ্রুত সেসবের সমাধান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর অন্যান্য প্রকল্পের কাজও দ্রুত শেষ করতে হবে। ২০২৬ সালে নির্বাচন। তাই প্রকল্পের কাজকর্ম দ্রুতগতিতে শেষ করতে চাইছে নবান্ন। তাই শুরু হয়েছে তৎপরতা। সরকারি অফিসাররা ধীর গতিতে কাজ করার জেরে প্রকল্পের কাজে দেরি হচ্ছে। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সব মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। নির্বাচনের আগে কোনও খামতি থাকুক চাইছে না রাজ্য।

গুগলের প্রতিবাদ, হারিয়ে গেল ডোরিনা ক্রসিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ ডিসেম্বরঃ কলকাতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জায়গার মধ্যে একটি হল ডোরিনা ক্রসিং। জনবহুল এই ক্রসিং পেরিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করেন বহু মানুষ। বহু আন্দোলন, মিছিলেরও সাক্ষী এই ডোরিনা ক্রসিং। এবার গুগল মানচিত্রে মুছে দেওয়া হল ডোরিনা ক্রসিং-এর নাম। গুগল ম্যাপে সার্চ করলে আর মিলবে না ডোরিনা ক্রসিং। চিকিৎসকদের অনুরোধে এই সিদ্ধান্ত নিল গুগল। আন্দোলনকারী চিকিৎসকেরা চেয়েছিলেন, আরজি করের নির্যাতিতার নামে রাস্তা তথা ক্রসিং-এর নামকরণ করা হোক। যেহেতু নির্যাতিতার নাম বদল করে তিলোত্তমা বা অভয়া হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাই সেই নামেই ক্রসিং-এর নাম বদল করার আবেদন জানান চিকিৎসকরা। গুগল সেই অনুরোধ মেনে বদলে দিয়েছে নাম। গুগল সেই অনুরোধ গ্রহণ করার পর 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টর্স ফোরামে'র তরফে মুখ্যসচিব-মেয়রকে ইমেল করে জানানো হয়েছে বিষয়টি। একথা জানিয়েছেন, ডব্লুবিডিএফ-এর সদস্য চিকিৎসক প্রমোদরঞ্জন রায়। চিকিৎসকদের অনুরোধ মেনে নতুন নাম দেওয়া হয়েছে 'অভয়া ক্রসিং'। চিকিৎসক আরও জানান, তাঁরা অনুমান ছিল ডোরিনা কোনও মেমসাহেবের নাম ছিল। কলকাতার অনেক রাস্তার নামই সাহেবদের নামে, যে সব নামগুলো আস্তে আস্তে পরিবর্তন করে দেওয়া হচ্ছে। তবে পরিবর্তীতে তিনি জানতে পারেন, এই ক্রসিং-এর কাছে একটি বস্ত্র বিপণী ছিল। তার নাম 'মা ডোরিনা'। আর সেই দোকানের বোর্ডে একটি নিয়ন আলো জ্বলত, যা অনেক দূর থেকে দেখা যেত। সেই দোকানের নামেই ওই ক্রসিং-এর নামকরণ হয়। বর্তমানে ওই বিপণী আর নেই। কিন্তু নামটি রয়ে গিয়েছে। তাই নাম বদল চান চিকিৎসকরা।

পশ্চিমবঙ্গে জমি জট ছাড়াতে মমতাকে চিঠি দিলেন গড়কড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ ডিসেম্বরঃ রাজ্যের সড়ক পরিবহণ পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার। আর তার জন্য রাজ্য সরকারের সাহায্য চাই। তাই উন্নয়নে গতি আনতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবার চিঠি দিলেন নীতীন গড়কড়ি। এই বিষয়ে এবার কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্য প্রশাসনের কর্তারা এই বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনও আপস করা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে নবান্ন। এমনকী এক্ষেত্রে জমিও কোনও সমস্যা নয় বলে জানানো হয়েছে রাজ্যের তরফে। অন্যান্য ছাড়পত্র এবং কাজের ক্ষেত্রে অকারণে দেরি যেন না হয় সেই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে পর পর কয়েকটি বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ১৩ বছরের শাসনকালে গ্রামীণ সড়কের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। সেই তথ্য দেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তারপরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রক সূত্রে খবর, ১৭ ডিসেম্বর ওই চিঠি এসেছে নবান্নে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিঠিতে লিখেছেন, রাজ্য এবং দেশের আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই সময় মতো প্রায়োজনীয় জমির ব্যবস্থা, রাজ্যের ছাড়পত্র ও অন্যান্য কাজ দ্রুততার সঙ্গে হওয়া দরকার। এই কাজ সময়মতো হলে আমজনতার সুবিধা হবে। অভিযোগ আছে, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার টাকা রাজ্য সরকার পায়নি। ১০০ দিনের কাজের টাকাও মেলেনি। সেখানে বকেয়া মিটিয়েছে রাজ্য সরকার। আবার পথশ্রী প্রকল্প করে রাস্তাঘাটের উন্নতি করেছে রাজ্য সরকার। তাই যে কাজ আটকে আছে তা করতে রাজ্য সরকারের সাহায্য চাইলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী। জমি অধিগ্রহণ, অরণ্য সংক্রান্ত ছাড়পত্র, মাটির নীচ থেকে জলের পাইপলাইন, ইলেকট্রিক লাইন মেরামতের মতো কাজগুলি করতে দেরি হওয়ায় বাংলার একাধিক কাজ আটকে রয়েছে। এই কথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিঠিতে লিখেছেন বলে সূত্রের খবর। এই চিঠির সঙ্গেই বাংলার ডিপিআর স্তরে থাকা ৯টি এবং অন্যান্য স্তরে আটকে থাকা ১১টি প্রকল্পের কাজের তালিকাও পাঠিয়েছেন গড়কড়ি। সেই তালিকায় আছে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে তিস্তা নদীর উপর সেতু, দুবরাজপুর বাইপাস, কংসাবতী নদীর উপর সেতু, শিলাবতী নদীর উপর সেতু, ৮১ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ, রামনগর বাইপাস, পানাগড় থেকে পালসিট পর্যন্ত জাতীয় করিডর ৬ লেন করার কাজ, শিলিগুড়ি রিং রোডের অ্যালাইনমেন্ট-সহ নানা কাজ বাকি আছে।

দুই বাংলার সীমান্তে থমকে পিলারের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ ডিসেম্বরঃ ছোট ছোট পিলার দিয়ে চিহ্নিত রয়েছে ২২৫০ কিলোমিটার বিস্তৃত পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ সীমান্ত। ১৯৫০ থেকে প্রতি বছর ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ দল জ়িরো পয়েন্টে থাকা সেই সব পিলার রক্ষণাবেক্ষণ করতে চষে বেড়ায় সীমান্ত-এলাকা। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে এই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হয় নভেম্বরে। চলে জুন পর্যন্ত। যার পরিভাষা—'জয়েন্ট বাউন্ডারি মেনটেন্যান্স ওয়ার্ক'। মাঝে একবার কোভিডের সময়ে একবছর তা বন্ধ ছিল। তার কারণ ছিল ভিন্ন। তবে বাকি ৭৪ বছরের মধ্যে এ বার এখনও সেই ইনস্পেকশন শুরুই করা যায়নি বলে সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ সরকার নাকি ইচ্ছুক। কিন্তু, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফে এখনও সে ভাবে সাড়া মেলেনি। সূত্রের খবর, কিছু মেন পিলার আর কিছু সাবসিডিয়ারি পিলার বসানো রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সীমান্তে। সব মিলিয়ে সীমান্ত জুড়ে ১১ হাজারেরও বেশি পিলার রয়েছে। পিলারগুলি পিরামিড-এর মতো দেখতে। মেন পিলার মাটি থেকে চার ফুট উঁচু। সাবসিডিয়ারি পিলারের উচ্চতা প্রায় দু'ফুট। রোদে-জলে দাঁড়িয়ে থেকে কখনও-সখনও সেই পিলার ভেঙে যায়। আন্তর্জাতিক সীমান্তে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৭২টি নদী আছে। তারা পাড় ভেঙে বা গতিপথ পরিবর্তন করে পিলার নষ্ট করে ফেলে। আবার কখনও সেই পিলার তার জায়গা থেকে সরে যায় বলেও অভিযোগ রয়েছে। সীমান্তের চাষজমিতে থাকা সেই পিলার সরিয়ে কিছু দূরে বসিয়ে, নিজের জমির পরিধি বাড়িয়ে নেওয়ার অভিযোগ আসে প্রায়শই। এই যৌথ ইনস্পেকশনে তা ধরা পড়ে যায়। তা ধরার জন্য দুই সরকারের আধিকারিকদের কাছে মেকানিজ়ম রয়েছে। নির্দিষ্ট স্থানাঙ্ক অনুযায়ী পিলার পুনঃস্থাপন করতে হয়। সরকারি সূত্রের দাবি, পিলার সরিয়ে নিজের জমি বাড়িয়ে নেওয়ার চাষিদের এই কারসাজি কখনও নজরে আসে এ পারের বিএসএফ (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) বা ও পারের বিজিবি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ)-র। কখনও স্থানীয় প্রশাসনের কানে যায় সে কথা।

স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী নিয়ে প্রচারে এবার শাসকদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ ডিসেম্বরঃ রাজ্যে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের আর্থিক ক্ষমতায়নে নতুন নজির গড়েছে বাংলার সরকার। ৬ লক্ষ ৪৫ হাজারের বেশি গোষ্ঠীকে ৯৬৮ কোটি টাকার বেশি তহবিল বন্টন করা হয়েছে। এছাড়া ৬ লক্ষ ৬৫ হাজারের বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ব্যাঙ্ক ঋণ বাবদ ১৩ হাজার ৯৪৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে জানিয়েছে, দেশের হয়ে সর্বাধিক ১২ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী প্রতিনিধিত্ব করছে বাংলা থেকে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাফল্যের খতিয়ানে এক কথায় নজির গড়েছে পশ্চিমবঙ্গ। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা ও কার্যকারিতায় দেশের মধ্যে দখল করেছে শীর্ষস্থান। পরিসংখ্যান ও তথ্য অনুযায়ী ডব্লুবিএসআরএলএমের অধীনে তৈরি হয়েছে ১১.৮ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী। ১.২ কোটি মহিলা সেইসব স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে কর্মরত। শুধু এই সংখ্যার বিচারই শ্রেষ্ঠত্বের আসন অর্জন করেনি বাংলা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কার্যকারিতাতেও এক নম্বর স্থান অর্জন করেছে। পরিসংখ্যান বলছে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিতে রিভলভিং ফান্ড ১৬৮.৯৪ কোটি টাকা। সেই টাকা বিতরণ করা হয়েছে মোট ৬,৪৫,৯৬০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে। এছাড়াও কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড অর্থাৎ সিআইএফ হিসেবে প্রদান করা হয়েছে ২,৯০১.৬৩ কোটি টাকা। তা প্রদান করা হয়েছে ২,৭১,১৫২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে। ব্যাঙ্ক ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১৩,৯৪৫.৯৬ কোটি টাকার। এখন পর্যন্ত ৬,৬৫,০৩৪টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে এই ঋণ দেওয়া হয়েছে। জাগো স্কিমে ৫,০০০ টাকার নিঃশর্ত আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন ১০ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী। এই সহায়তায় উপকৃত হয়েছেন ১ কোটি মহিলা।

পাসপোর্ট চক্র ধরতে পুলিশে আস্থা নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ ডিসেম্বরঃ জাল পাসপোর্ট ধরার ব্যাপারে রাজ্য পুলিশের ওপর আর ভরসা রাখছে না বিএসএফ। কাস্টমস ও অভিবাসন দফতরকে সঙ্গে নিয়েই বড় চক্র ভাঙার কড়া নির্দেশ বিএসএফের। সীমান্ত লাগোয়া এলাকাগুলিতে এই চক্র সক্রিয়। তা ভাঙার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন বিএসএফ-এর ডিজি দলজিৎ সিং চৌধুরীর। বিএসএফ সূত্রে জানা যাচ্ছে, রাজ্য পুলিশের কাছ থেকে যে ধরনের সহযোগিতা পাওয়ার কথা, সেই সহযোগিতা মিলছে না। মিলছে না সামান্য তথ্যটুকুও। কাদের ধরা হচ্ছে, কোথা থেকে ধরা হচ্ছে, তা স্পষ্টভাবে জানানো হচ্ছে না। সমন্বয় রেখে আদৌ যে জাল পাসপোর্ট চক্র ভাঙার কথা ছিল, সেটাকেও সম্পন্ন করছেন না রাজ্য পুলিশের আধিকারিকরা। তেমনটাই খবর বিএসএফ সূত্রে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিএসএফের ডিজি গত মঙ্গলবার যখন কলকাতায় আসেন, তাঁর সঙ্গে বৈঠকে এই বিষয়টি বিএসএফের তরফ থেকে তুলে ধরা হয়। বিএসএফ সূত্রে খবর, ডিজি তখন নির্দেশ দেন, অভিবাসন ও কাস্টমসকে নিয়ে বিএসএফের যে এলাকা অর্থাৎ সীমান্ত থেকে ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকার মধ্যে কোথাও যদি জাল পাসপোর্ট চক্রের হদিশ মেলে, তাহলে সেই চক্রকে ভাঙতে হবে বিএসএফকেই। সেখানে রাজ্য পুলিশ সাহায্য করুক না করুক, বিএসএফের কমান্ডারকেই পদক্ষেপ করতে হবে। তবে রাজ্য পুলিশকে এ বিষয়ে অবগতও করা হবে বলে জানা গিয়েছে। যেহেতু অনুপ্রবেশ কিংবা জঙ্গি-সব ইস্যুতেই বিএসএফের দিকে আঙুল উঠেছে, সেই কারণেই ডিজি-র এই নির্দেশ।

ক্রীড়া-সংবাদ

কনস্টাসের মতো কিছু দেখেনি টেস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ ডিসেম্বরঃ এই সময়ের ক্রিকেটে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষাটা টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম ১৮ বলেই দিতে হলো স্যাম কনস্টাসকে। অস্ট্রেলিয়ার ১৪৭ বছরের টেস্ট ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ ওপেনারের খেলা প্রথম ১৮ বলেই বোলারের নাম যে যশপ্রীত বুমরা। সেই ১৮ বলে ১৯ বছর বয়সী কনস্টাসের বড় পরীক্ষাই নিলেন ভারতীয় পেসার, দিলেন মাত্র ২ রান। তবে সব বদলে গেল বুমরার চতুর্থ ওভারে। বুমরার দ্বিতীয় ওভারে (ম্যাচের তৃতীয়) স্কুপ করতে গিয়ে মারেননি। উল্টো টেস্ট ম্যাচের প্রথম দিনের শুরুতেই এমন শট খেলার চেষ্টা 'হঠকারী' কি না, এই প্রশ্নও তুলে দিয়েছিলেন। প্রশ্নের জবাবটা কনস্টাস দিয়ে দিলেন ম্যাচের সপ্তম ওভারে। বুমরার প্রথম বলে স্কুপ করে কিপারের মাথার ওপর দিয়ে সীমানা ছাড়া করলেন। সেটি ছক্কা হতে হতে হয়নি। পরের বলে রিভার্স স্কুপ করে যে ছক্কা হলো। ১৮ বলের বুমরা-পরীক্ষায় পাস করার পর এবার উল্টো বুমরার পরীক্ষা নেওয়া শুরু করলেন কনস্টাস। ওই ওভারে রান এলো ১৪। টেস্ট ক্যারিয়ারে মাত্র তৃতীয়বার এক ওভারে ১৪ বা এর বেশি রান খরচ করার অভিজ্ঞতা হলো বুমরার। টেস্টে নিজের সর্বশেষ ৪৪৮৩ বলের মধ্যে প্রথম ছক্কা খাওয়ার অভিজ্ঞতাও। দুই ওভার পর তো সেটিকেও ছাড়িয়ে গিয়ে কনস্টাস রেকর্ডই 'উপহার' দিলেন বুমরাকে। এবার ১ ছক্কা ও ২ চারে নিলেন ১৮ রান। ৪৪ টেস্টের ক্যারিয়ারে এক ওভারে এত রান দেওয়ার অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি বুমরার। আজকের আগে টেস্টে দুবার এক ওভারে সর্বোচ্চ ১৬ রান খরচ করেছিলেন বুমরা। প্রথমবার ২০২০ সালে, মেলবোর্নেই নাথান লায়ন ও হশ হ্যাজলউড মিলে যা করেছিলেন। পরের ১৬ রানের ওভারটা এ বছর ফেব্রুয়ারিতে। বিশাখাপট্টনমে ইংল্যান্ডের জ্যাক ক্রলি ওই ১৬ রান নিয়েছিলেন চারটি চারে। বুমরাকে রেকর্ড উপহার দেওয়া কনস্টাস ৫২ বলে ফিফটি করেছেন। রবীন্দ্র জাদেজার বলে এলবিডব্লু হয়ে ফিরেছেন ৬৫ বলে ৬০ রান করে। তাতে অভিষেকে আরেকটি রেকর্ডও পেয়ে গেছেন কনস্টাস। এই ইনিংসে কনস্টাসের স্ট্রাইক রেট ৯২.৩০। টেস্ট অভিষেকের প্রথম ইনিংসে এক নম্বরে ব্যাট করে সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেটের রেকর্ড। ভারতের বিপক্ষে এই রেকর্ড করতে এক ভারতীয়র রেকর্ডই ভেঙেছেন কনস্টাস। ২০১৮ সালে রাজকোটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টে প্রথম ব্যাট করতে নেমে ১৫৪ বলে ১৩৪ রানের ইনিংসে পৃথ্বী শর স্ট্রাইক রেট ছিল ৮৭.০১। শুধু এক নম্বর ব্যাটসম্যান না ধরে দুই ওপেনারকেই ধরলে কনস্টাস থাকেন তিনে। তবে তাঁর ওপরে থাকা দুজনের কেউ ফিফটি পাননি। ২০১৭ সালে এজবাস্টনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের মার্ক স্টোনম্যান ৬ বলে করেছিলেন ৮ রান (স্ট্রাইক রেট ১৩৩.৩৩)।

চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলতে পারব! গার্দিওলা শঙ্কায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ ডিসেম্বরঃ নজিরবিহীন এক বাজে সময় পার করছে ম্যানচেস্টার সিটি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ ১২ ম্যাচে ৯ হার নিয়ে এখন সব হারানোর শঙ্কায় আছে টানা চারবারের প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়নরা। এবার প্রিমিয়ার লিগে ৮ ম্যাচের ৬টিতেই হেরেছে তারা। এখন ১৭ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে সিটি আছে পয়েন্ট তালিকার সাতে। অবস্থার পরিবর্তন না হলে চ্যাম্পিয়নস লিগে দর্শক হয়েই থাকতে হবে সিটিকে। সিটি কোচ পেপ গার্দিওলার মনেও ভর করেছে সেই আশঙ্কা। বলেছেন, এবার নিশ্চিতভাবে ঝুঁকিতে আছে তাঁর দল। গত মৌসুমেও একপর্যায়ে টানা চার ম্যাচে জয়হীন থাকার পর সেরা চারে থাকা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন গার্দিওলা। সেবার অবশ্য ঠিকই ঘুরে দাঁড়িয়ে শিরোপা জিতেছিল ইতিহাদের দলটি। তবে এবারের পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন। জয়ের সব মন্ত্র যেন ভুলেই বসেছে দলটি। এ অবস্থায় চ্যাম্পিয়নস লিগকে দূরের কিছু বলেই মনে হচ্ছে গার্দিওলার। আজ এভারটন ম্যাচ সামনে রেখে গার্দিওলা বলেছেন, 'আগে যখন আমি কথাটা বলেছিলাম, লোকে হেসেছিল। তারা বলল, "চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করে নেওয়া বড় কোনো সাফল্য নয়।" কিন্তু আসল বিষয়টা আমি জানতাম। কারণ, এখানকার ক্লাবের সঙ্গে এই ঘটনা আগেও ঘটেছে। এমন ক্লাব আছে, যারা অনেক বছর ধরে আধিপত্য দেখিয়েছে এবং এরপর অনেক বছর আর চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেনি।' আজ বক্সিং ডেতে গার্দিওলার সিটি আতিথ্য দেবে এভারটনকে। ২৯ ডিসেম্বর খেলবে লেস্টারের বিপক্ষে এবং ৪ জানুয়ারি ঘরের মাঠে আবার মুখোমুখি হবে ওয়েস্ট হামের। এই তিন প্রতিপক্ষই এখন অবনমন অঞ্চলের আশপাশে অবস্থান করছে। ফলে এই তিন ম্যাচ দিয়ে ছন্দে ফেরার পাশাপাশি পয়েন্টও বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ আছে সিটির। তবে এই ম্যাচগুলোয় খারাপ করলে সিটির চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা পাওয়াটা শঙ্কায় পড়তে পারে। গার্দিওলা বলেছেন, 'কয়েক বছর ধরে একটি দল চ্যাম্পিয়নস লিগ খেলেছে, সেটি ম্যানচেস্টার সিটি'।

বরফশীতল জলে রোনাল্ডোর বড়দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ ডিসেম্বরঃ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এমনিতেই রঙিন। আজ এটি আরও রঙিন হয়েছে বড়দিন বলে। খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বলে কথা। এই দিনে ইনস্টাগ্রামে পরিবারসহ ছবি পোস্ট করেননি—এমন কোনো তারকা ফুটবলার হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। সবার ছবিতেই একটি বিষয় কমন—ক্রিসমাস ট্রি। পোস্ট পর্তুগিজ তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোও করেছেন। সঙ্গে একটি ভিডিও জুড়ে দিয়েছেন। তবে তাঁর উদ্‌যাপনের ধরন একেবারেই আলাদা। খালি গায়ে বরফশীতল পানিতে নেমে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এই কিংবদন্তি। সেটা আবার সান্তা ক্লজের দেশে গিয়ে। রোনালদো পরিবারের সঙ্গে অবসর সময় কাটাতে গেছেন ফিনল্যান্ডের ল্যাপল্যান্ডে। দেশটির উত্তর দিকের শেষ সীমায় অবস্থিত এই জায়গাকে বলা হয় সান্তা ক্লজের আসল বাড়ি। এখানকার তাপমাত্রা মাইনাস ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে নামতে পারে মাইনাস ১৬ ডিগ্রিতে। মাঝেমধ্যে নাকি মাইনাস ৩০ ডিগ্রিতেও নেমে আসে। এবার বুঝুন পরিস্থিতি! এমন ভয়ানক ঠান্ডাতেই রোনালদো পানিতে নামার চ্যালেঞ্জ নিলেন। এই সময়ে শীতের পোশাক পরে রোনালদোর সামনেই ছিলেন তাঁর ছেলে। বোঝাই যাচ্ছিল, সে এমন পাগলামি করতে রাজি নয়! পানি থেকে ওঠার পরের একটি ছবি দিয়েই রোনালদো লিখেছেন—'শুভ বড়দিন সবাইকে'। আরেক ছেলেকে নিয়ে এর আগে স্কিডুতে করে বরফঢাকা পথ চষে বেড়িয়েছেন রোনালদো। ইনস্টাগ্রামে এমন ছবি পোস্টও করেছেন। ডেইলি মেইল জানিয়েছে, রোনালদো পরিবারসহ ভ্রমণ করেছেন। তবে ঝুঁকি নিয়ে কোনো খেলায় অংশ নেননি আল নাসর তারকা। আল নাসরের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী, চোটের ঝুঁকি বেশি—এমন কিছুতে রোনালদোকে অংশ নিতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

৩ লাখ টাকা জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ ডিসেম্বরঃ স্যাম কনস্টাসকে ধাক্কা দেওয়ার ঘটনায় বিরাট কোহলি যে শাস্তির মুখোমুখি হতে চলেছেন, সেটি বোঝা গিয়েছিল ঘটনার ধরনেই। মেলবোর্নে প্রথম দিনের খেলা শেষে সেই শাস্তির ঘোষণাটাই এসেছে আনুষ্ঠানিকভাবে। আইসিসি জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনারকে পিচের মাঝে ধাক্কা দেওয়ায় চার আম্পায়ার কোহলির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন, সেটি আমলে নিয়ে ভারতীয় তারকার বিরুদ্ধে শাস্তি আরোপ করেছেন ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট। আইসিসি আচরণবিধির লেভেল ওয়ান ভঙ্গের দায়ে কোহলিকে তাঁর ম্যাচ ফির ২০ শতাংশ জরিমানা এবং একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। ভারতের ক্রিকেটাররা প্রতি টেস্টের জন্য ১৫ লাখ রুপি ম্যাচ ফি পেয়ে থাকেন। ২০ শতাংশ হিসেবে কোহলিকে মেলবোর্ন টেস্টে ৩ লাখ রুপি জরিমানা দিতে হবে। মেলবোর্ন টেস্টের প্রথম দিনেই কোহলিকে জরিমানা দিতে হয়েছে কনস্টাসকে দৃষ্টিকটুভাবে ধাক্কা দেওয়ায়। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের দশম ওভার শেষে কনস্টাস হাতের গ্লাভস খুলে মাঠের অন্য প্রান্তের দিকে যাওয়ার পথে কোহলি এসে তাঁর কাঁধে ধাক্কা দেন। এ নিয়ে কনস্টাস ও কোহলির মধ্যে কথা কাটাকাটি হলে উসমান খাজা ও আম্পায়াররা এসে দুজনকে থামান। আইসিসি জানিয়েছে, কোহলির বিরুদ্ধে আচরণবিধির ২.১২ ধারা লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে, যা 'আন্তর্জাতিক ম্যাচের সময় খেলোয়াড়, সাপোর্ট স্টাফ, আম্পায়ার, ম্যাচ রেফারি বা দর্শকসহ অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে অনুপযুক্ত শারীরিক সংযোগে'র সঙ্গে সম্পর্কিত। কোহলির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন মাঠের দুই আম্পায়ার জোয়েল উইলসন ও মাইকেল গফ, তৃতীয় আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে সৈকত এবং চতুর্থ আম্পায়ার শন ক্রেইগ। কোহলি নিজের দায় স্বীকার করে নেওয়ায় শুনানির প্রয়োজন হয়নি। ম্যাচ রেফারি হিসেবে শততম ম্যাচে দায়িত্ব পালন করা পাইক্রফট কোহলির বিরুদ্ধে শাস্তি আরোপ করেন। ইতিহাসের চতুর্থ ম্যাচ রেফারি হিসেবে শততম ম্যাচের মাইলফলক ছুঁয়েছেন পাইক্রফট। ঘটনা আজ এমসিজি টেস্টের প্রথম দিনে ১০ম ওভার শেষে। মোহাম্মদ সিরাজের শেষ বলে সিঙ্গেল নিয়ে ওভারটি শেষ করার পর হাতের গ্লাভস খুলতে খুলতে অন্য প্রান্তের সতীর্থ ব্যাটসম্যান উসমান খাজার দিকে যাচ্ছিলেন অভিষিক্ত স্যাম কনস্টাস। তখন উল্টো দিক থেকে বল হাতে এগিয়ে আসছিলেন বিরাট কোহলি। অনেকটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই ১৯ বছর বয়সী কনস্টাসের দিকে এগিয়ে এসে তাঁর কাঁধে ধাক্কা মারেন কোহলি। হেঁটে যাওয়ার পথে কাঁধে ধাক্কা লাগার পর দুই খেলোয়াড়ের কেউ কাউকে ছাড় দেননি। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় দুজনের মধ্যে। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে খাজা গিয়ে দুজনকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। প্রথমে কনস্টাসকে কিছু একটা বলার পর কোহলির কাঁধে হাত রাখেন খাজা। ততক্ষণে মাঠের আম্পায়ারেরাও এসে পরিস্থিতি শান্ত করেন। গাভাস্কার হটস্টারকে বলেছেন, 'সরে গেলে কেউ ছোট হয়ে যেত না'।

ফখর জামানকে দলে চান ইউনিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ ডিসেম্বরঃ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) কেন্দ্রীয় চুক্তিতে নেই। পাকিস্তান দলের জিম্বাবুয়ে ও দক্ষিণ আফ্রিকা সফরেও তাঁকে রাখা হয়নি। যদিও অন্তর্বর্তীকালীন কোচ আকিব জাভেদ 'দলের দরজা খোলা' বলে আশা দেখিয়েছেন; কিন্তু পিসিবির 'গুডবুকে' না থাকায় শিগগিরই তাঁর জাতীয় দলে ডাক পাওয়া নিয়ে সংশয় আছে যথেষ্টই। তবে এমন সময়ে পাকিস্তান দলের সাবেক অধিনায়ক ইউনিস খানকে পাশে পাচ্ছেন ফখর। ফেব্রুয়ারি-মার্চের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি সামনে রেখে ফখরকে জাতীয় দলে ফেরানোর আহ্বান জানিয়েছেন এই সাবেক ব্যাটিং কোচ। ২০১৭ সালে পাকিস্তানের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয়ের ফাইনালে ১১৪ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেছিলেন ফখর। এই বাঁহাতি পাকিস্তানের হয়ে সর্বশেষ খেলেছেন গত জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। তাঁকে দলে ফেরানোর পক্ষে সুরটা বেশ চড়াই করেছেন ইউনিস। আজ করাচিতে সাংবাদিকদের বলেন, 'ফখর জামানের অবশ্যই দলে থাকা উচিত। ফখর ও সাইম একসঙ্গে খেললে আমরা ওয়ানডেতে ৪০০-ও করতে পারব। দলের জন্য যেসব খেলোয়াড় নিজেদের নিংড়ে দিয়েছে, পিসিবি তাদের প্রতি সমর্থন দিয়ে প্রজ্ঞাবানের পরিচয় দিয়েছে।' গতকাল চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আনুষ্ঠানিক সূচি ঘোষণা করে আইসিসি। ১৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। এ সময়ের মধ্যে পাকিস্তান সংক্ষিপ্ত সংস্করণে কোনো ম্যাচ খেলবে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় দুটি টেস্ট খেলে, করাচি ও মুলতানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আরও দুটি টেস্ট খেলে তারপর চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে নামবে পাকিস্তান। ফখর দেশের হয়ে সর্বশেষ টেস্ট খেলেছেন ২০১৯ সালে। দ্রুত রান তুলতে পারায় সাধারণত সংক্ষিপ্ত সংস্করণেই ফখরকে খেলানো হয়। জাতীয় দল থেকে বাঁহাতি এ ওপেনারের বাদ পড়ার পেছনে এমনিতে ফিটনেস সমস্যার কথা বলা হলেও মূল কারণ ভিন্ন বলে চাউর আছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি সমালোচনামূলক পোস্ট দিয়েছিলেন ফখর।

মৃতার পরিবারকে ২ কোটি সাহায্য আল্লুর

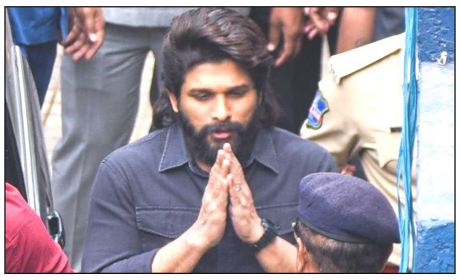

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ ডিসেম্বরঃ হায়দরাবাদে 'পুষ্পা ২' ছবির প্রিমিয়ারে পদপিষ্ট হয়ে মহিলা অনুরাগীর মৃত্যুর ঘটনায় বিপাকে আল্লু অর্জুনসহ, গোটা পুষ্পা টিম। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই একরাত জেলেও থাকতে হয়েছিল আল্লুকে। আপাতত, জামিনে তিনি জেল থেকে রেহাই পেয়েছেন। এমনকী, জেল থেকে বেরিয়ে গোটা ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশও করেছেন আল্লু ও ছবির প্রযোজক। তবে সমস্যা মেটেনি। সম্প্রতি পুলিশি ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েছিলেন আল্লু। আর এবার মৃত মহিলা অনুরাগীর পরিবারকে ২ কোটি অর্থ সাহায্য করলেন আল্লু অর্জুন ও 'পুষ্পা' ছবির প্রযোজক। সিনেপর্দায় শত্রু দমনে 'ঝুঁকতে' দেখা যায়নি 'পুষ্পা' ওরফে আল্লু অর্জুনকে। গুলি চলেছে, বোম ফেটেছে। তবুও পুষ্পা 'ঝুঁকেগা নেহি'। 'পুষ্পা ২'-তে সাহস দশগুণ বাড়িয়ে 'ফায়ার নয়, ওয়াইল্ড ফায়ার'। কিন্তু দেখুন, সিনেপর্দায় পুলিশের হাতে পরাস্ত না হলেও, বাস্তবে শেষমেষ পুলিশ, আইনের কাছে মাথা নিচু করতেই হল 'পুষ্পা' আল্লু অর্জুনকে। সাদা হুডিজ টিশার্টে স্ফুলিঙ্গ ফুটলেও, থানায় দাঁড়িয়ে 'পুষ্পা'র তেজ কম। আর তাই তো, জেল থেকে বেরিয়ে আল্লু অর্জুনের গলায়, একটাই সুর, 'আমি দুঃখিত, শোকাহত। আইনকে সম্মান করি, তদন্তে সহযোগিতা করব'। তার ঠিক আগের দিন ৪ ডিসেম্বর হায়দারাবাদের সন্ধ্যা থিয়েটারে হয় প্রিমিয়ার। সেখানে যাওয়াই কাল হয়েছে আল্লু অর্জুনের। প্রিয় তারকার আসার খবরে কাতারে কাতারে মানুষ সন্ধ্যা থিয়েটারে ভিড় করে। এই ভিড়ে পদপিষ্ট হয়েই রেবতী নামের অনুরাগীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। রেবতীর ৯ বছরের শ্রী তেজ এখনও হাসপাতালে সংকটজনক অবস্থায়। এদিকে আল্লুর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা তুলে নেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন মৃতার স্বামী ভাস্কর। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "মামলা তুলে নিতে প্রস্তুত আমি। আমি আল্লু অর্জুনের গ্রেপ্তার হওয়ার খবর জানতাম না।"

রণবীরের গোপন তথ্য ফাঁস করলেন অনুষ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ ডিসেম্বরঃ এ কি বললেন অনুষ্কা শর্মা, সকলের সামনে লজ্জায় লাল রণবীর কাপুর। বি-টাউন মানেই গসিপ তুঙ্গে। প্রতিটা মুহূর্তেই সম্পর্ক হোক, বা সিনে দুনিয়া নিয়ে নানান চর্চা, মুহূর্তে তা গসিপে পরিণত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে মুখে মুখে। সেলেবদের মধ্যে এই বিষয়টি নতুন নয়। তবে কানাঘুষো খবর নয়, সাফ রণবীরকেই এবার কাঠগোড়ায় দাঁড়র করিয়ে পর্দা ফাঁস করেছিলেন অনুষ্কা শর্মা। ছবির প্রমোশনে একাধিক রিয়ালিটি শো-তে উপস্থিত হয়েছেন এই জুটি। বি-টাউনে তাঁদের মধ্যে বন্ডিং বেশ ভাল। তবে হয় না নিত্য সাক্ষাৎ। বন্ধুত্বের জেরেই দুজনের মধ্যে থাকা ঘনিষ্ট সম্পর্ক নিয়ে একাধিকবার জল্পনা সৃষ্টি হলেও তাঁরা নিজেদের সম্পর্ক বেশ উপভোগ করে। তবে অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি বা মজা করার ফল যে খুব একটা ভাল হবে না তা কম বেশি সকলেরই জানা। তিনি বরাবরই স্পষ্ট বক্তা। সত্যি কথা সকলের সামনে সাফ বলে দিতে দ্বিধাবোধ করেন না তিনি। আর সেই দাপটের সঙ্গেই একবার তিনি টার্গেট করেছিলেন রণবীর কাপুরকে। এসেছিলেন কপিল শর্মা শো-তে।

সেখান থেকেই সবটা ফাঁস। অনুষ্কার অভিযোগ বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারেন না রণবীর কাপুর। কেউ যদি তাঁকে বিশ্বাস করে কোনও কথা বলে থাকেন, তবে তিনি তা নিঃসন্দেহে অন্যকাউকে গিয়ে বলে দেবেন। অনুষ্কার এই কথাকে সম্মতি জানিয়েই রণবীর বলেছিলেন, তিনি যতক্ষণ না কাউকে সবটা বলছেন, ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি বা স্বস্তি হয় না। এখানেই শেষ নয়, প্রেসকে বলা একাধিক খবরও তিনি মনের মাধুরী মিশিয়ে বলে থাকেন। কারণ তাতে সত্যতা বেশ খানিক কম থাকে। অনুষ্কার সঙ্গে প্রথম আলাপেই যা প্রমাণিত, রণবীর জানান তাঁদের আগে জিমে দেখা হয়।

সামনে এল 'আমার বস' রিলিজের তারিখ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ ডিসেম্বরঃ আগে কথা ছিল, গ্রীষ্মকালীন প্রেক্ষাগৃহে পাড়ি দেবে 'আমার বস'। চলতি বছরে সেকথা না রাখতে পারলেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নন্দিতা-শিবপ্রসাদ। বড়দিনেই বড় খবর দিয়ে দিলেন। ঝুলি থেকে বেরল 'আমার বস' রিলিজের তারিখ। ২০২৫ সালের ১৬ মে রিলিজ করছে 'আমার বস'। এই সিনেমার বিশেষ আকর্ষণ অবশ্যই মুখ্য ভূমিকায় রাখি গুলজারকে পাওয়া। শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও এই ছবিতে অভিনয় করেছেন। আর টলিপাড়ার হিট মেশিন জুটি বরাবর দর্শকদের যে গ্রীষ্মকালীন উপহার দিয়ে এসেছেন, সেগুলো বক্স অফিসেও বাজিমাত করেছে। বিগত দু বছর ধরে যদিও পুজো রিলিজের স্লটেও বিজয়রথ ছুটিয়েছেন তাঁরা। তবে গরমের ছুটির সঙ্গে নন্দিতা-শিবপ্রসাদের সিনেমা যেন সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার বড়দিনের দিনই পঁচিশের গ্রীষ্মকালীন স্লট বুক করে রাখলেন পরিচালকজুটি। গোয়া ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ইতিমধ্যেই প্রশংসা কুড়িয়েছে 'আমার বস'। নন্দিতা-শিবুর হাত ধরেই দীর্ঘ একুশ বছর বাদে বাংলা ছবিতে প্রত্যাবর্তন ঘটল রাখি গুলজারের। বহু বছর আগে বাংলায় তাঁকে ঋতুপর্ণ ঘোষের 'শুভ মহরত' ছবিতে পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া গৌতম হালদারের 'নির্বাণ' ছবিতে থাকলেও বেশি দর্শকের দেখার সুযোগ হয়নি। কারণ, সেই সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। সেই অর্থে 'শুভ মহরত'-এর পর 'আমার বস' ছবি দিয়েই বাংলার প্রেক্ষাগৃহে প্রত্যাবর্তন ঘটল রাখি গুলজারের। চলতি বছর জানুয়ারি মাসেই কলকাতায় শুটিং করে গিয়েছিলেন রাখি গুলজার। বাঙালি খানাপিনা, ঝরেঝরে বাংলা সংলাপ, কলকাতার শাড়িতে শুটিং করেছিলেন।

মেয়ে দুয়ার সঙ্গে প্রথম ক্রিসমাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ ডিসেম্বরঃ সম্প্রতি মেয়ে দুয়া পাড়ুকোন সিংকে পাপারাজ্জিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন রণবীর-দীপিকা। তবে শর্ত একটাই, মেয়ের মুখ আপাতত আড়াল রাখতে হবে। মেয়ের মুখ দেখাননি। এক্ষেত্রে অবশ্য রণবীর-আলিয়ার পথেই হেঁটেছেন তাঁরা। তবে মেয়ের প্রথম ক্রিসমাসে আয়োজনের কোনও খামতি রাখেননি দীপিকা পাড়ুকোন। কেমন ছিল সেই আয়োজনের কলেবর? বড়দিনের গভীর রাতে ঝলক দেখালেন 'বলিউড মস্তানি'। ৮ সেপ্টেম্বর গণপতি উৎসবের আবহেই কন্যাসন্তানের বাবা-মা হয়েছেন রণবীর সিং এবং দীপিকা পাড়ুকোন। সেই একরত্তিই বর্তমানে তাঁদের সংসারের আলো। সিনেমা থেকে মাতৃত্বকালীন বিরতি নিয়ে মেয়েকে একা হাতেই সামলাচ্ছেন দীপিকা। দিওয়ালির শুভক্ষণে মেয়ের নাম প্রকাশ্যে আনেন বলিউডের তারকাদম্পতি। দুয়া পাড়ুকোন সিং। যার জেরে বিতর্কেও পড়তে হয়েছিল তাঁদের। হিন্দু হয়ে কেন উর্দুভাষী নাম রেখেছেন? প্রশ্ন তুলে নেটপাড়ার একাংশ রণবীর-দীপিকাকে কটাক্ষ করতে পিছপা হননি। নিন্দুক, সমালোচকদের কথায় কান না দিয়ে রণবীর-দীপিকা অবশ্য বর্তমানে চুটিয়ে 'প্যারেন্টহুড' উপভোগ করছেন। এবার বড়দিনে উদযাপনের ছবি দেখালেন তারকা দম্পতি। দীপিকার শেয়ার করা

ছবিতে দেখা গেল, পেল্লাই সাইজের ক্রিসমাস ট্রি সাজানো রকমারি ঝকমারি জিনিস দিয়ে। আর তাতেই তিনটে আলোয় জ্বলজ্বল করছে মা-বাবা এবং সন্তানের নাম। একেবারে উপরে লেখা রণবীরের নাম, তার পর দীপিকা পাড়ুকোন এবং একেবারে শেষেরটিতে লেখা বেবি দুয়ার নাম। সেই ছবি শেয়ার করে অভিনেত্রী কতিপয় শব্দেই উচ্ছ্বাসপ্রকাশ করে ক্যাপশনে লিখেছেন- 'আমার মন ভরে উঠেছে।' দীপিকার শেয়ার ছবি দেখে অনুরাগীরাও একরত্তিকে প্রথম বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। কেউ লিখেছেন- 'এই তো অবশেষে একটা পোস্ট এল।' আবার কারও বাহবা, 'আপনারা যেভাবে সোশাল মিডিয়ায় ঢাক না পিটিয়ে পারিবারিক মুহূর্ত ব্যক্তিগত রেখেছেন, তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।' সম্প্রতি মুম্বইয়ের ফটোশিকারিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মেয়ের মুখ দেখিয়েছিলেন রণবীর-দীপিকা। তবে সেই অনুষ্ঠানেও তাঁদের বিয়ের মতোই মোবাইল বা ক্যামেরা ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল।